NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব

ডিবুস্টিং প্রক্রিয়ায় ল্যান্ডার থাকবে স্বয়ংক্রিয় মোডে ৭

কলকাতা ২০ অগস্ট ২০২৩ ২ ভাদ্র ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.8.2023, Vol.17, Issue No.70, 8 Pages, Price 3.00

# যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত সৌরভ-সহ কয়েক জনকে জেরা পুলিশ কমিশনারের

## ধৃত ৩ জনের ১২ দিনের পুলিশি হেপাজত

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** যাদবপুরকাণ্ডে এ বার আসরে নামলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল স্বয়ং। তিনি নিজে ধৃত প্রাক্তনী সৌরভ চৌধুরী-সহ কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন বলে খবর। শনিবার লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় সৌরভদের। সেখানে কিছু ক্ষণ ধৃতদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। সৌরভের সঙ্গে এই ঘটনায় ধৃতদের আরও কয়েক জন ছিলেন।

এদিকে যাদবপুরকাণ্ডে ধৃত তিন পড়ুয়াকে ১২ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল আলিপুর আদালত। আগামী ৩১ অগস্ট পর্যন্ত তাঁদের পুলিশি হেপাজতে থাকতে হবে। শনিবার তাঁদের আদালতে হাজির করানো হলে পুলিশের তরফে জানানো হয়, ধৃতেরা তদন্তকে বিপথে চালনা করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের প্রত্যেককে 'সফল অপরাধী, কিন্তু ব্যর্থ অভিনেতা' বলে উল্লেখ করেছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী। তাঁর দাবি, ধৃতেরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের বয়ানে অসঙ্গতি রয়েছে। তদন্তের অভিমুখ বদলাতে চাইছেন এই তিন অভিযুক্ত।

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এই সৌরভকেই। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ছাত্র ছিলেন। প্রাক্তনী হিসাবে হস্টেলে থাকতেন। মৃত পড়ুয়াকে র‍্যাগিং করা হয়েছিল বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে সৌরভের হাত ছিল বলে মনে করছে পুলিশ। মৃত পড়ুয়ার বাবা যে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, সেখানেও এই সৌরভের নাম ছিল। তাঁর সঙ্গে একটি চায়ের দোকানে আলাপ হয়েছিল মৃত ছাত্রের বাবার। অভিযোগ, সেই রাতে ছাত্রটি যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সে সময় তাঁর হাত থেকে

মোবাইল কেড়ে নেন সৌরভ। তিনি ছাত্রের মাকে জানান, তাঁর ছেলে ভালই আছে।

সৌরভের পর এই ঘটনায় আরও দুই ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁরা হলেন মনোতোষ ঘোষ এবং দীপশেখর দত্ত। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পড়ুয়া। তিন জনকে একসঙ্গে আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁদের আগামী ২২ অগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সৌরভকে গ্রেপ্তারের আগে কসবা থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তখনও পুলিশ কমিশনার তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছিলেন। এর পর শনিবারও সৌরভকে আলাদা করে জেরা করলেন বিনীত।

যাদবপুরের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সৌরভ, মনোতোষ, দীপশেখর ছাড়াও তাঁদের মধ্যে

আছেন জম্মুর বাসিন্দা মহম্মদ আরিফ (তৃতীয় বর্ষ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), পশ্চিম বর্ধমানের বাসিন্দা আসিফ আফজল আনসারি (চতুর্থ বর্ষ, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং), উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা অঙ্কন সরকার (তৃতীয় বর্ষ, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং), দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির বাসিন্দা অসিত সর্দার (প্রাক্তনী), মন্দিরবাজারের সুমন নস্কর (প্রাক্তনী) এবং পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার বাসিন্দা সপ্তক কামিল্যা (প্রাক্তনী)।

শুক্রবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তনী শেখ নাসিম আখতার, গণিত বিভাগের প্রাক্তনী হিমাংশু কর্মকার এবং কম্পিউটার সায়েন্সের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সত্যব্রত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শনিবার আলিপুর আদালতে হাজির করিয়ে তাঁদের হেপাজতে চায় পুলিশ। আইনজীবী জানান, যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার অন্য এক অভিযুক্তের বয়ান থেকে এই তিন জনের নাম উঠে এসেছে। এ ছাড়া, হস্টেলের মেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের সঙ্গেও কথা বলেছে পুলিশ। সেখান থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি। ধৃত তিন জনেরই মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশের দাবি, ধৃতেরা জেরার মুখে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, জানাচ্ছেন। কিন্তু শেষে দাবি করছেন, 'আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না।' এর থেকেই অভিযুক্তদের বয়ানের অসঙ্গতি স্পষ্ট হচ্ছে। পুলিশের ধারণা, যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গেই এঁরা অপরাধ করেছেন। কিন্তু অভিনয়টা কেউ ঠিক মতো করতে পারছেন না।

ধৃতদের পক্ষের আইনজীবীরা পাল্টা সওয়ালে জানান, সাক্ষী হিসাবে ডেকে এই তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ যাকে পারছে, তাকেই গ্রেপ্তার করে নিচ্ছে বলে দাবি ওই আইনজীবীদের। এ ভাবে চললে সকলকেই গ্রেপ্তার করতে হবে বলেও জানান তাঁরা। একই সঙ্গে এই পড়ুয়াদের মেধা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দিকটিও আদালতে তুলে ধরা হয়েছে।

ধৃত সত্যব্রতের আইনজীবী আদালতে জানিয়েছেন, তাঁকে যখনই ডাকা হয়েছে, তখনই হাজিরা দিয়েছেন। নাসিম ঘটনার পর বাড়ি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর আইনজীবী জানান, সম্প্রতি তাঁর দাদু মারা গিয়েছেন। সেই কারণেই নাসিমকে বাড়ি যেতে হয়েছিল। ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেন আইনজীবী। কিন্তু দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

## নিয়োগ দুর্নীতি

# গ্রেপ্তারির ১২ দিন পর জামিন চার শিক্ষকের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে বড় বড় মাথাদের পাশাপাশি শিক্ষকদের উপরেও নজর কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। কিছুদিন আগেই, টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন চার শিক্ষক। এবার তাঁদের জামিন দিল আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত। অভিযুক্ত চার শিক্ষককেই এদিন অন্তর্বর্তী জামিনের নির্দেশ দিল আদালত। ৬ হাজার টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে অভিযুক্ত ওই চার প্রাথমিক শিক্ষকের। উল্লেখ্য, এর আগে গত ৭ অগস্ট সাইগর হুসেন, সীমার হুসেন, জাহিরউদ্দিন শেখ ও সৌগত মণ্ডলকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশের ১২ দিন পর চারজনকেই অন্তর্বর্তী জামিন দিল আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, প্রথমে সিবিআইকে দেওয়া বয়ানে এই চার

শিক্ষক টাকা দেওয়ার কথা স্বীকার করেছিল। কিন্তু পরে ৭ অগস্ট আদালতে হাজিরা দিয়ে নিজেদের আগের বয়ান থেকে পুরোপুরি সরে গিয়েছিলেন ওই চার প্রাথমিক শিক্ষক। টাকা দেওয়ার অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেন তাঁরা আদালতে। এরপর শনিবার তাঁদের ফের অভিযুক্ত চার শিক্ষককে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এদিন তাঁরা আদালতে হাজিরা দিয়ে জানান, তাঁরা তদন্তে সিবিআইকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করবেন। এরপর আদালত ওই চার প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

চার শিক্ষকের আইনজীবী এদিন আদালতের বাইরে বলেন, 'আদালত জানতে চেয়েছে তদন্তের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বা কোনও গোপন জবানবন্দি দেওয়ার প্রয়োজন হলে, শিক্ষকরা তাতে ইচ্ছুক কি না। জবাবে একজন শিক্ষক প্রথমে জানান, তিনি ইচ্ছুক। তারপর বাকিরাও জানান, তাঁরা ইচ্ছুক। তখন সিবিআই-এর আইনজীবী কিছুটা আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু আদালত জানিয়েছে, যেহেতু এঁরা তদন্তে সহযোগিতায় রাজি, তাই এঁদের আটকে রাখার মতো কোনও কারণ নেই। তাই চারজনকে জামিন দেওয়া হয়েছে।'

# ৩ মাস পর মায়ানমার থেকে দেশে ফিরলেন ২০০ মেইতেই

**ইম্ফল, ১৯ অগস্ট:** দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের সময় প্রাণে বাঁচতে মেইতেই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ মণিপুর ছেড়ে মায়ানমারে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এ বার তাঁদেরই অন্তত ২০০ জন ঘরে ফিরে এলেন। প্রায় তিন মাস পর। এই বিষয়ে সেনার ভূমিকার প্রশংসা করেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। এক্স হ্যান্ডেলে (টুইটার) মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, '৩ মে মণিপুরের মোরেহ শহরে অশান্তির পর ২১২ জন মণিপুরবাসী (সকলেই মেইতেই) নিরাপত্তার জন্য মায়ানামারে চলে গিয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই সুরক্ষিত ভাবে ভারতের মাটিতে ফিরে এসেছেন বলে নিশ্চিন্ত।' ওই মেইতেইদের নিরাপদে ঘরে ফেরার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ইস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, লেফটেনান্ট জেনারেল আরপি কলিতা, জিওসি ৩ কপ, কর্নেল রাহুল জৈনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

প্রায় দু'সপ্তাহ শান্ত থাকার পর শুক্রবার নতুন করে অশান্ত হয় মণিপুর। গুলি চলে উখরুল জেলার কুকি থোওয়াই গ্রামে। তিন যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে। উখরুল জেলায় তাঙ্গখুল নাগাদের আধিপত্য।

গত তিন মাসের মধ্যে এই প্রথম এই জেলায় অশান্তি ছড়াল। কুকি সংগঠনগুলির দাবি, মেইতেইরা খুন করেছে ওই তিন জনকে। নতুন করে যাতে অশান্তি ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য ওই গ্রামে অতিরিক্ত সেনা পাঠানো হয়েছে। মৃতদের তিন জনই যুবক। তাঁদের নাম জামখোগিন হাওকিপ, থাঙখোকাই হাওকিপ এবং হ্যালেনসন বাইতে।

## খাদে সেনার গাড়ি, আশঙ্কা মৃত ৮ সেনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লাদাখে গভীর খাদে পড়ল সেনার একটি গাড়ি। এই ঘটনায় অন্তত আট জন সেনা মারা গিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। হতাহতের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই সেনাকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, মৃত আট সেনার মধ্যে জওয়ান ছাড়াও রয়েছেন একজন সেনা আধিকারিক। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে দু'জনকে। শনিবার বিকেল ৪টে থেকে ৫টার মধ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে লাদাখের রাজধানী লেহ্ থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত কিয়ারিতে। গাড়িতে মোট দশ জন সেনা ছিলেন। সেনার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, কারু গ্যারিসন থেকে লেহ্-র দিকে যাচ্ছিল গাড়িটি।

## পুর নিয়োগে দুর্নীতি, ঘুষের টাকার হদিশ

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ঘুষের টাকা হাতবদল হয়ে কোথায় পৌঁছেছে, তার সন্ধান মিলেছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি সুপ্রিম কোর্টকে জানায়। স্কুলের পাশাপাশি পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতিতেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্ট। তার বিরোধিতা করে নতুন করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। সিবিআই, ইডি অবশ্য ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। শনিবার সিবিআইয়ের আইনজীবী, কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, এই দুর্নীতিতেও ঘুষের টাকা কার কার কাছে পৌঁছেছে (মানি ট্রেল), তদন্তে তা স্পষ্ট। তদন্তকারীরা এই সংক্রান্ত প্রামান্য নথিও হাতে পেয়েছেন। তদন্তের স্বার্থে সেই নথি এখনই আদালতে পেশ করা সম্ভব নয়। তদন্ত শেষ হলেই চার্জশিট দায়ের করা হবে।

# কংগ্রেসে যোগ দিলেন ফিরহাদের জামাই ইয়াসির

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলার রাজনীতিতে দলবদলের বিষয় এখন স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। তবে সেই দলবদলে দেখা যায় দুর্বলের দিক থেকে শক্তিশালীর দিকেই যান বেশির ভাগ নেতানেত্রী। কিন্তু শনিবারে কিছু ব্যতিক্রমী দলবদল হয়ে গেল প্রদেশ কংগ্রেস দপ্তরে। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে শামিল হলেন যুব তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের জামাই ইয়াসির হায়দার। তাঁর হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী।

কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ইয়াসির বলেন, 'যে দল মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সেখানে থেকে রাজনীতি করা যায় না। তৃণমূলের জন্ম তো কংগ্রেস থেকে। অধীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কাজ করতে আমি শতাব্দীপ্রাচীন দলে শামিল হলাম।'

ফিরহাদের বড় মেয়ে প্রিয়দর্শিনীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ইয়াসিরের। তবে বেশ কিছু দিন ধরে তাঁরা আলাদা থাকেন। ফিরহাদের বাড়িতে থাকেন মেয়ে। তাঁদের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। আর ইয়াসির থাকেন এন্টালিতে। ইয়াসির যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক পদে ছিলেন বলে তাঁর দাবি। তবে কোনও কালেই প্রথম সারির নেতা ছিলেন না তিনি। অনেকের মতে, রাজনীতিতে ধারণাই মূল কথা। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কংগ্রেস দেখাতে চাইল, তাঁরা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের পরিবারে ভাঙন ধরাতে পারল। এ নিয়ে কলকাতায় পুরসভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফিরহাদ বলেন, 'এ রাজ্যে কংগ্রেস পার্টিটা এ বার উঠে যাবে। পরগাছাদের নিয়ে রাজনীতি করতে চাইছে। আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে দলে টানতে চাইছে। আমার মেয়ের সঙ্গে ওর (ইয়াসির) পোষাচ্ছে না। এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। আমি এ নিয়ে আর কিছু বলব না।'

## মুচলেকায় সই জয়ীদের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পদ চলে গেলেও, আপত্তি থাকবে না। এমনকী, তাঁর আনা অভিযোগও আইন আদালতে গ্রাহ্য হবে না। এই মর্মে পঞ্চায়েত ভোটে দলের জয়ী জনপ্রতিনিধিদের থেকে ঘোষণাপত্রে সই নিচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। ফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠন করা নিয়ে শাসকদলের ব্যস্ততা চলছিল। তার মধ্যেই জয়ী প্রার্থীদের এই ঘোষণাপত্রে সই করানোর কাজ শুরু হয়েছে। রাজনীতির কারবারিদের একাংশের মতে, নামে ঘোষণাপত্র বলা হলেও, আসলে এটি রাজনৈতিক মুচলেকাই।

# বিশ্বের সবচেয়ে সস্তায় ডেটা

**বেঙ্গালুরু, ১৯ অগস্ট:** প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ভারতকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। গত ৯ বছরে তাঁর সেই প্রয়াস অনেকাংশে সফল হয়েছে এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ প্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত বলে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার জি-২০ ডিজিটাল ইকোনমি মন্ত্রিসভার বৈঠকে পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে ভারতের ৮৫ কোটি বাসিন্দা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন

এবং বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তায় ডেটা পান তাঁরা।' প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, 'প্রযুক্তি প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরও বেশি দক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, দ্রুতগামী এবং স্বচ্ছ করে তুলেছে।'

এদিন বেঙ্গালুরুতে জি-২০ ডিজিটাল ইকোনমি মন্ত্রিসভার দু-দিন ব্যাপী বৈঠকের শেষ দিন ছিল। এদিনের বৈঠকে ভিডিয়ো কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কীভাবে ২০১৫ সাল থেকে গত ৯ বছরে ভারতকে 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন, সেটা এদিনের বক্তব্যে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

# বাবার জন্মবার্ষিকী পালন করতে স্পোর্টস বাইকে লেহ-তে রাহুল

**লাদাখ, ১৯ অগস্ট:** আবারও নয়া অবতারে রাহুল গান্ধি। এবার স্পোর্টস বাইক নিয়ে লাদাখের হিল কাউন্সিলের নির্বাচনের দিন কয়েক আগেই ভূস্বর্গে পৌঁছে গেলেন রাহুল। রাহুল যে লেহ সফরে যাবেন, তা অবশ্য অনাস্থা বিতর্কের সময়ই জানিয়েছিলেন। সেই মতোই হাজির তিনি। এদিন লেহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শেরিং নামগিয়াল জানান, শুক্রবার ভিড়ে ঠাসা প্রেক্ষাগৃহে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দীর্ঘ কথা বলেন রাহুল। সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে লেহ-তে স্পোর্টস বাইকেও ঘুরতে দেখা গেল তাঁকে। তবে শুধু জনসংযোগই নয়, রয়েছে বিশেষ কারণ।

২০ অগস্ট এই লেহ-তেই বাবা রাজীব গান্ধির জন্মবার্ষিকী পালন করবেন রাহুল। নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন ওয়েনাদের সাংসদ। যেখানে দেখা যাচ্ছে, হেলমেট মাথায় স্পোর্টস বাইক চালাচ্ছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমরা প্যাংগং লেকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বাবা বলতেন সেটাই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা।' সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকে রাজীব গান্ধির জন্মজয়ন্তী পালন করবেন। প্রথমে ঠিক ছিল দিন দুয়েক থেকেই ফিরে যাবেন দিল্লি। তবে এখন শোনা যাচ্ছে, আগামী ২৫ অগস্ট পর্যন্ত লাদাখেই থাকবেন কংগ্রেস নেতা।

'ভারত জোড়ো যাত্রা'য় দক্ষিণ ভারত থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পদযাত্রা করেছিলেন রাহুল । জনসংযোগ গড়তে তাঁর এই কর্মসূচি বিজেপির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার পর থেকে জনসংযোগে নানা ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে তাঁকে। কখনও ডেলিভারি বয়ের বাইকে চেপে ঘুরেছেন তিনি তো কখনও সবজি বিক্রেতার সঙ্গে বাড়িতে বসে মধ্যাহ্ন ভোজ করেছেন। এবার লাদাখের হিল কাউন্সিলের নির্বাচনের দিন কয়েক আগেই ভূস্বর্গে পৌঁছে গেলেন রাহুল।

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**CHANGE OF NAME**

Uttam Mondal (actual name) and Uttam Kumar Mondal (written in L.R. Record of J.L. 167, Kh. No.- 15/1 and Passport being No.- K6661534), S/o- Brindaban Mondal, R/o- Joteshyam, Panchberia, Daspur, Paschim Medinipur is one and same identical person vide affidavit no.- 41 sworn before Ld. A.C.J.M. at Ghatal on 16/08/23.

**নাম-পদবী**

গত ২২/০৯/১৭ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী, কোর্টে ১৫৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Dr. Moutusi Singha (Chakrabarty) D/o. Kshudiram Singha W/o. Sudip Chakrabarty at 105/A Kailash Nagar, Bandel, Chinsurah, Hooghly- 712123 W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Moutusi Singha নামে পরিচিত হইয়াছি। Dr. Moutusi Singha (Chakrabarty) D/o. Kshudiram Singha W/o. Sudip Chakrabarty & Moutusi Singha উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

**বিজ্ঞপ্তি**

**ইন দি কোর্ট অফ সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) ফাস্ট কোর্ট, হুগলী, চুঁচুড়া**
**টি.এস. নং-৫১৬/১১**

**লক্ষী পাঁজা দীং** .. **বাদী**
**-বনাম-**
**মালা দে দীং** ...**বিবাদী**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে বিবাদী নং- ১ত্র মালা দে, স্বামী- বিশ্বজিত দে এবং বিবাদী নং- ১বি- মানসী দে, পিতা- বিশ্বজিত দে, উভয়ের বর্তমান সাং- প্রযত্নে- নরেন্দ্র ভূষণ দে, বিলধার লেন, ২২ পল্লী, কালিকাতলা, পোঃ-খাগড়া, বহরমপুর, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ১০৩ এর উপর দুইবার রেজিস্ট্রি যোগে এবং পেয়াদাযোগে সমন পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত বিবাদীদের বাড়িতে হাজির পাই নাই। সেকারণ পেপার যোগে সমন দেওয়া যাইতেছে যে-আগামী একমাসের মধ্যে তাহারা সুয়ং বা উকিল বাবু দ্বারা কোর্টে হাজির হইবেন, নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

ইতি
নিবেদক
হারাধন ঘোষ

অনুমত্যানসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
Civil judge (Sr. Divn.)
1st Court, Hooghly

**বিজ্ঞপ্তি**

**জেলা- নদীয়া, মোকাম- নবদ্বীপ, অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত।**
**ম্যাট স্যুট নং- ১৬১/২০২১**

দরখাস্তকারী- পূর্ণিমা মুখার্জ্জী (দেবনাথ), স্বামী-শ্রী পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী ওরফে বাবুসোনা, পিতা- দিলীপ দেবনাথ, সাং- জহরলাল নেহেরু স্টেশন রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

-বনাম-

প্রতিপক্ষ- শ্রী পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী ওরফে বাবুসোনা, পিতা- নিতাই মুখার্জ্জী, সাং- দেয়ারাপাড়া ঘাট রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হিন্দু বিবাহ আইনের ১৩ ধারা মতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় ম্যাট স্যুট ১৬১/২০২১ নং মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমায় প্রতিপক্ষ অদ্যতক আদালতের সমন গ্রহণ করিতেছেন না। সেইমর্মে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র মোকর্দ্দমার প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী স্বয়ং অথবা তাহার নিযুক্ত উকিল বাবু মারফৎ হাজির হইবেন। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কার্য্য গ্রহন করা হইবে।

আদেশানুসারে
Saptarshi Basu
সেরেস্তাদার
Add. District & Sessions Judge, Nabadwip, Nadia





## আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

**আজ ২০ শে আগস্ট, রবিবার। ২ রা ভাদ্র চতুর্থী তিথী। রবিবার । জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তরি চন্দ্রের মহাদশা কাল। মৃতে সামান্য একপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** শুভ গ্রহ যোগ বিদ্যা বিবাহ বাণিজ্য ব্যবসা বৃদ্ধির শুভ লক্ষণ। প্রতিবেশী স্বজন দ্বারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা প্রবল। পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ থাকবে। কোন প্রবীণ নাগরিকের সু উপদেশে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভাবনা। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি করার জন্য, সম্মান প্রাপ্তির যোগ রয়েছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন শুভ হবে।

**বৃষ রাশি :** আজকের দিনটি অতীব শুভ ফলদায়ক যারা বিদ্যা এবং উচ্চবিদ্যার যোগে রয়েছেন তাদের সফলতা প্রাপ্তি। কর্মের আবেদন যারা করেছেন তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ ঠান্ডা পানীয় বরফ-আইসক্রিম এই ধরনের ব্যবসার মধ্যে যারা আছেন, তাদের ধন প্রাপ্তির দিন। যারা বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি নিয়ে বিশেষ দুশ্চিন্তায় ছিলেন, তাদের সম্ভাবনাময় যোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র প্রদানে সুখ বৃদ্ধি।

**মিথুন রাশি :** জ্ঞান বর্ধক দিন পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। এক বড় বাণিজ্যিক চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনাময় কাল। গ্রহ সংস্থান আপনার স্বপক্ষে। কোর্ট -কেস আইনি মামলা মোকদ্দমায় আপনার পক্ষে শুভ হবে। বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। যারা সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ তাদের নতুন কোন আর্থিক শুভ লক্ষণ দেখা যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র প্রদানে সুখ বৃদ্ধি।

**কর্কট রাশি :** কাজের দায়িত্ব যাকে দিয়েছিলেন. তিনি কাজটি না করার জন্য. মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারের অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। ব্যবসায়িক কোন লগ্নি না করা শুভ। যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন তাদের আজকের দিনটি সচেতন থাকলে শুভ হবে। পরিবারে গুপ্ত শত্রুর দৃষ্টি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

**সিংহ রাশি :** আজকের দিনটা ব্যস্ততার মধ্যেই কাটবে। দুশ্চিন্তা নাশ হবে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পারিবারিক কোনো গুরুত্ব শত্রু চক্রান্ত করলেও সফল হবে না। স্বজন বান্ধব পরিজন নিয়ে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধার পরে একটু দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে তবে সুখ থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলনে সুখ বৃদ্ধি।

**কন্যা রাশি :** ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। বিশ্বাস করে যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি করার জন্য শান্তির বাতাবরণ থাকবে। অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। দেব দ্বীজে ভক্তি রেখে এগিয়ে চলুন শুভ হবে। বিদ্যার্থী যারা তাদের শুভ যোগ। গৃহবধূদের শুভ যোগ। প্রবীণ নাগরিকদের ব্যাংক বা ইন্সুরেন্সের থেকে কিছু লাভ প্রাপ্তির পূর্ণ সম্ভাবনা। রুদ্রাক্ষ সহ দেব দেব মহাদেবের পুজোতে মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

**তুলা রাশি :** শুভদিন শুভ যোগ। পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কোন প্রভাবশালী মানুষের সহায়তায় বড় কাজ হয়ে যাওয়ার কথা। বাণিজ্য বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন, তাদের নতুন যোগাযোগের দ্বারা অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলনে সুখবৃদ্ধি।

**বৃশ্চিক রাশি :** একটু সতর্কতার সঙ্গে পা বাড়িয়ে এগিয়ে চলুন। তবে সফলতা পাওয়া যাবে। কোন পুরাতন বান্ধবীর অসহযোগিতায় কাজটি হয়তো হবে না। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ২১ টি দ্বীপ জালুন শুভ হবে। প্রবীণ নাগরিকের কথা না মানার জন্য বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। কোন পুরাতন বান্ধবের ফোন কলে মানসিক উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ধৈর্য সহ আজকের দিনটি চলুন শুভ হবে।

**ধনু রাশি :** গ্রহ সংস্থান আজ শুভ যোগ। কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের স্বপ্নপূরণ হওয়ার দিন প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা আজ কিছু লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক নতুন যোগাযোগের দ্বারা নতুন চুক্তির দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা। যারা বাড়িতেই গৃহপালিত পশু পোষ্য রাখেন তাদের একটু সতর্ক থাকা ভালো। যে কোন সময় প্রতিবেশীর দ্বারা বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

**মকর রাশি :** গ্রহ সংস্থান অনুসারে খুবই শুভ যোগ। এই যোগে ছোট ভ্রমণের আনন্দপ্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের নিষ্পত্তি। স্বজন বান্ধব দারা ফোন কলে সম্মান প্রাপ্তি শুভযোগ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের নতুন কোন পথের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কেমিক্যাল এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন শুভ হবে

**কুম্ভ রাশি :** খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটবে। অর্থ কেন্দ্রিক আলোচনা হবে টাকা পয়সা নিয়ে। বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। তবে বড় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। যারা নতুন কর্মের আবেদন করছেন তারা ধৈর্য রাখুন নিশ্চয়ই শুভফল প্রাপ্তি হবে। বাড়ি জমি গৃহ বাস্তু এই বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা রিসেপশন বা আপ্যায়ন বিভাগে চাকরি করেন,উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাদের শুভ হবে

**মীন রাশি :** গ্রহ সংস্থান অনুসারে আজ যানবাহনের বিষয়ে সতর্ক থাকা শুভ। নিজের যানবাহন ব্যবহার না করে অন্য যানবাহনে চড়ে কাজটি সারা ভালো। পারিবারিক শান্তির বাতাবরণ। এক ছলনাময়ী নারীর চক্রান্ত, আজ ধরতে পারবেন। শ্বশুরবাড়ির দুজন প্রবীন সদস্যের বুদ্ধির দ্বারা কোন বিপদ নাশ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জলন করুন শুভ হবে।

**ঘোষণা-** এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**

**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

**হুগলি**

**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

**নদিয়া**

**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

**পূর্ব মেদিনীপুর**

**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

**মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক,** ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

**পশ্চিম মেদিনীপুর**

**মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি** দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গাপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

**মুর্শিদাবাদ**

**পি' অ্যাডস্ সলিউশন,** অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

**বীরভূম**

**সংবাদ সারাদিন,** মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

**মিডিয়া হাউস,** প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

**লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,** প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

**পুরুলিয়া**

**অরিজিৎ সেন,** চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

# শ্রমিক ছাঁটাই করা চলবে না, হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** চলতি বছরের ২৬ জুন থেকে বন্ধ জগদ্দলের এআই চাপদানি জুটমিলের ফাইন ইয়ার্ন ইউনিট। কর্মহীন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে ৬৫০ জন শ্রমিক। উৎপাদনের ঘাটতিকে দায়ী করে মিলের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছিল মিল কর্তৃপক্ষ। সামনেই পুজোর মরসুম। তাই অবিলম্বে মিল খোলার দাবিতে শনিবার বিকেলে মিলের গেটে সভা করল তৃণমূল সমর্থিত জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন।

সভায় হাজির হয়ে শ্রমিক নেতা তথা সাংসদ অর্জুন সিং মিল কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'শ্রমিক ছাঁটাই করা চলবে না। শ্রমিকদের বেতন, পিএফ-গ্যাচুইটি মিটিয়ে দিয়েই মিল খুলতে হবে। শ্রমিকদের দিতে হবে পুজোর বোনাসও।' সাংসদের অভিযোগ, সম্প্রতি মিল কর্তৃপক্ষের তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে ১৬ জন এবং পরোক্ষভাবে আরও ৫৯ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে তারা মিল চালু করতে চায়। শ্রমিক দরদী নেতা অর্জুন সিংয়ের সাফ জবাব, শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না। অবসর নেওয়া শ্রমিক ও প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা মেটাতে হবে। সাংসদের অভিযোগ, মিলের ভেতরেই মদের আসর বসায় মিল সভাপতি। দেদার স্ক্র্যাপ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ২০২২ সালে নয় কোটি টাকা মূল্যের মেশিনপত্র বেচে দেওয়া হয়েছে। তবুও শ্রমিকদের পাওনা মেটাতে ব্যর্থ মিল কর্তৃপক্ষ।




প্রসঙ্গত, গত ১৬ আগস্ট জয়েন্ট লেবার কমিশনারের কাছে মিল কর্তৃপক্ষের তরফে একটা প্রস্তাব জমা পড়েছে। তাতে উল্লেখ, কাজ না করে মিলের ভেতরে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানো এবং ফ্লোর লেভেল স্টাফকে মারধরের কারনে ইলেকট্রিক, মর্ডান লুম, ব্রড লুম-সহ বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে ১৬ জন ও সিনিয়র লেভেল স্টাফদের মারধর করায় মডার্ন লুম বিভাগের ভিকি পার্সি ও বিট্টু রজক কাজে যোগ দিতে পারবে না। যদিও মিল কর্তৃপক্ষের এই প্রস্তাব মানতে রাজি নয় জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন।

এদিনের মিল গেট সভায় সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন এআই চাপদানি মিলের ফাইন ইয়ার্ন ইউনিটের জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সুরজ কুমার সিং, বর্ষীয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কর নাথ সাউ, তৃণমূল নেতা সঞ্জয় সিং, মন্নু সাউ, কাউন্সিলর সত্যেন রায় প্রমুখ।

## জমি দেওয়ার নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ভিন রাজ্যে ব্যবসায়ীদের জমি দেওয়ার নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূল নেতা নিরু পাসোয়ান এবং তাঁর দাদার বিরুদ্ধে। শুধু তিনি নয়, তাঁর দাদার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। গোটা ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঝাড়খণ্ডের দুজন ব্যবসায়ীকে রাজারহাট নিউটাউনে জমি দেবেন বলেছিলেন এই নিরু পাসোয়ান ও তাঁর দাদা। ওই দুই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা প্রতারণার এই অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া পর আর জমি দেয়নি। এরপর প্রতারিত ব্যবসায়ীরা যুব তৃণমূল নেতার নামে ইকোপার্ক থানা ও বেলঘড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। ব্যবসায়ীদের দাবি, রাজ্য সরকারের নাম ভাঙিয়ে অভিযুক্তরা বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা তুলতেন।

গোটা ঘটনায় সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায় জানান, 'এই সমস্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তা না হলে রাজ্যের মানুষ বাইরের রাজ্যে গিয়ে মান সম্মান পাবে না। এই সমস্ত ব্যাপারে তৃণমূল সরকারের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।' তৃণমূল মুখপাত্র তথা বরানগরের বিধায়ক তাপস রায়ও বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। যদি এরকম ধরনের কোনও ঘটনা ঘটে থাকে। তাহলে দলগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এদিকে ২০২৪-এর আগে বড় ইস্যু এবার তৃণমূল বিরোধী শিবিরের হাতে। তৃণমূ যুবনেতার এই ঘটনায় সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা কিশোর কর জানান, 'তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে নেতারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছেন। আসলে দল থেকে এরা ভাগ বাটোয়ারা পায়। তাই পরবর্তী সময়ে এই ধরনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।' ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত তৃণমূল যুবনেতা নিরু পাসোয়ান। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

## হাওড়া স্টেশন থেকে ৩৮লক্ষ নগদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার একজন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া:** হাওড়া স্টেশনে রেল সুরক্ষা কর্মীদের তৎপরতায় নগদ ৩৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। হাওড়া স্টেশনের পুরাতন কমপ্লেক্সের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ওই বিপুল পরিমানে নগদ অর্থ উদ্ধার করা হয়। রেল সুরক্ষা কর্মীদের 'সতর্ক' নামের বিশেষ তল্লাশি অভিযানের সময় এই নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর মনীশ শেঠ নামের এক ব্যক্তিকে ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখে সন্দেহ হয় রেল সুরক্ষা কর্মীদের। ওই ব্যক্তিকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন। তার ব্যাগ তল্লাশি করার সময় মনীশ শেঠের ব্যাগ থেকে ৩৮ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়। টাকার সূত্র তিনি সঠিকভাবে জানাতে পারেননি। খবর দেওয়া হয় কলকাতার আয়কর বিভাগে। অধিকারিকরা এসে ওই ব্যক্তিকে জেরা করে। নগদ টাকার কোনও প্রামান্য তথ্য দিতে না পারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।



## সাড়ে ৫ লক্ষ শিল্পোদ্যোক্তার অংশগ্রহণে শেষ হল 'শিল্পের সমাধান' কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** শুরু থেকে ইঙ্গিত মিলেছিল। সেই মতো প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ শিল্পোদ্যোক্তার অংশগ্রহণে শেষ হলো রাজ্য সরকারের অভিনব শিল্পের সমাধানে কর্মসূচি। আসন্ন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং শিল্পোদ্যোগীদের উৎসাহিত করতে গত পয়লা অগস্ট থেকে এই কর্মসূচি শুরু করেছিল রাজ্য সরকার। শুক্রবার ছিল ওই কর্মসূচির শেষ দিন। প্রথম থেকেই ব্যাপক সাড়া পড়ে ওই কর্মসূচিতে। যা অব্যাহত ছিল শেষ দিন পর্যন্ত।

নবান্নের তরফে জানানো হয়েছে, এক থেকে ১৮ই অগস্ট পর্যন্ত শিল্পের সমাধানে কর্মসূচিতে মোট ২৯৩০ টি শিবিরের আয়োজন করা হয়। যাতে অংশ নিয়েছেন ৫ লক্ষ ৪৩ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে শুক্রবার কর্মসূচির শেষ দিনে মোট ১৬৯ টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলা স্তরের কর্মসূচির আয়োজন করা হয় হাওড়ার বালটিকুরি, শিল্প তালুক এবং ট্যাংরা ও কসবা এলাকায় রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের জমিতে। রাজ্য শিল্পন্নয়ন নিগমের তথ্য অনুযায়ী শেষ দিনে ঐ কর্মসূচিতে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন মোট ২৩৯০ জন উদ্যোগপতি।

তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে রাজ্যকে শিল্পে দেশের এক নম্বর করার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ভিত্তি করতে চেয়েছে রাজ্য সরকার। তাই এই শিল্পে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েই নভেম্বরে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন আয়োজন করতে চলেছে নবান্ন। তার প্রস্তুতি হিসেবে জেলায় জেলায় 'শিল্পের সমাধানে' শিবির আয়োজন করা হয়। মূলধন জোগাড় থেকে শুরু করে পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কী কী করা উচিত, তা জানানো হয় উদ্যোগী যুবক-যুবতীদের। রেডিমেড পোশাক, শালপাতার বাসন তৈরি, স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন তৈরি, চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান থেকে শুরু করে ফাস্ট ফুডের ব্যবসা। এরকম ৭০টি ব্যবসার জন্য আলাদা আলাদা 'মডেল ডিপিআর' তৈরি করেছে রাজ্য। শিবিরে আগ্রহীদের হাতে সেই ডিপিআর তুলে দেওয়া হয়। মূলধনের প্রয়োজন থাকলে ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অধীনে শিবির থেকেই ঋণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তরের সচিব রাজেশ পাণ্ডে-সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সরকারি নথি অনুযায়ী, প্রথম চারদিনেই ১ লক্ষ ৩০ হাজারের বেশি মানুষ আসেন 'শিল্পের সমাধানে' শিবিরে। সেখানে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা 'উদ্যম' পোর্টালে নিজেদের নাম তুলতে পেরেছেন। এই পোর্টালে নাম থাকলে সমাধান প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরা ব্যবসার টাকা সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। শিবিরে এসে তাঁতিরাও নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। ১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সপ্তম দুয়ারে সরকার শিবির। নবান্ন সূত্রে খবর, সেখানেও হস্তশিল্পী, তাঁতশিল্পীরা 'উদ্যম' পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

## পোস্ট অফিসের তৎপরতায় পেনশন পেলেন বৃদ্ধা

**ভুবনেশ্বর, ১৯ অগাস্ট:** তিন মাস ধরে পেনশন না পেয়ে প্রবল সমস্যায় পড়েছিলেন ৯৫ বছরের বৃদ্ধা। অশক্ত শরীরে একবার ব্যাঙ্ক, একবার পুরসভা করতে পারছিলেন না। ব্যাঙ্কও বৃদ্ধাকে পুরসভার অফিসে যোগাযোগ করতে বলে ফিরিয়ে দিয়েছেল। এ নিয়ে খবর হতেই এগিয়ে এল পারলক্ষেমুন্ডি পোস্ট অফিস। সেখান থেকে অধিকারিকরা ওই বৃদ্ধার বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। শুক্রবার তারা ওই বৃদ্ধার একটি শূন্য খাতার অ্যাকাউন্ট খুলে দেন। এবার থেকে ওই খাতাতেই বৃদ্ধা লবঙ্গ গয়ার প্রতি মাসের পেনশন নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাবে বলেই জানিয়েছে পোস্ট অফিস থেকে। পোস্ট অফিসের এই পরিষেবাতে বৃদ্ধার মেয়ে অধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।



## বাংলার শিল্পোন্নয়নের অংশীদার হতে চায় এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** বাংলার বুকে শিল্পোন্নয়নের অংশীদার হতে এবার আগ্রহ প্রকাশ করল এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক বা এডিবি। রাজ্যে যে চারটি শিল্প ও বাণিজ্য করিডর তৈরি হচ্ছে, সেই কাজে যুক্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে এডিবি। শুক্রবার নবান্নের সভাঘরে বিভিন্ন বণিকসভা এবং রপ্তানিকারক সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংক ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিনিধিরাও। সেই বৈঠকেই এডিবির তরফে বাংলার শিল্পোন্নয়নের অংশীদার হতে আগ্রহ প্রকাশ করা হয় বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে গত ১২ বছরে বাংলার যে অগ্রগতি হয়েছে এবং উন্নয়নের যে অভিমুখ ধরা পড়েছে তাতে মুগ্ধ বিশ্বব্যাংকের আধিকারিকেরা। আর সেই কারণেই বিশ্বব্যাংকের তরফেই বাংলাকে সহজ শর্তে ২৫০০ কোটি টাকার ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রস্তাব যাতে জলে না যায় তার জন্যই শুক্রবার নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। বিশ্বব্যাংকের দেওয়া টাকায় রাজ্য সরকার পণ্য মজুত করে রাখার জন্য উন্নতমানের পরিকাঠামো ও দ্রুত গতির পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইছে। শিল্পসম্ভাবনা উজ্জ্বল এমন জায়গাগুলিতে উন্নত রাস্তা ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে।

দ্রুত পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে জোর দেওয়া হবে সড়ক, রেল ও জলপথের সমন্বয়ের ওপর। লজিস্টিকস ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্পের মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ হলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ কাজের সুযোগ তৈরি হবে।

## সরকারি হাসপাতালে টিকিট কাটতে কিউআর কোড

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** সরকারি হাসপাতালের আউটডোর টিকিট কাউন্টারে ভিড় কমাতে রাজ্য জুড়ে কিউআর ভিত্তিক টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম সব মেডিক্যাল কলেজ ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুপার এবং সব জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্দেশে এই মর্মে একটি আদেশনামা জারি করেছেন।

কয়েকটি হাসপাতালে পাইলট প্রকল্প হিসাবে কিউআর কোড স্ক্যানের মাধ্যমে আউটডোর টিকিট কাটার একটি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এবার রাজ্যজুড়ে সব সরকারি হাসপাতালে ওই ব্যবস্থা চালু হচ্ছে বলে আদেশনামায় জানানো হয়েছে। প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে শুধুমাত্র কিউআর কোডযুক্ত টিকিটের জন্য একটি আলাদা টিকিট কাউন্টার তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পাশপাশি হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় কিউআর কোড যুক্ত স্টিকার লাগানো থাকবে। সেটি স্মার্টফোনে স্ক্যান করলেই স্বাস্থ্য দপ্তরের পোর্টালের ই-প্রেসক্রিপশন সেকশনে ঢোকা যাবে। সেখানে রোগীর নাম-ধাম ও অন্য তথ্য ভরে আপলোড করতে হবে। তার পর সেটির প্রিন্ট-আউট নিতে হবে ওই পৃথক টিকিট কাউন্টার থেকে। সেখানেও ওই টিকিটে প্রতিটি রোগীর জন্যে আলাদা কিউআর কোড ছাপা হয়ে যাবে যা স্ক্যান করলে স্বাস্থ্য দপ্তরও ওই রোগীর বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবে। সরকারি হাসপাতালের আউটডোরে টিকিট কাটার জন্য ভিড় উপচে পড়ে ব্যস্ত সময়ে। প্রচুর সময় লাগে রোগীদের টিকিট কাটতে। ভিড় কমিয়ে এই প্রক্রিয়ায় গতি আনতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যভবন থেকে।

## পিত্রাশিষ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঝাড়গ্রামে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পিত্রাশিষ ফাউন্ডেশনে এমন একটি সংগঠন যা পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সমাজের মানুষকে মূলস্রোতে ফেরাতে নিয়মিত কাজ করছে। ঝাড়গ্রামে এই সংগঠন জোর কদমে কাজ করে চলেছে।পিত্রাশিষ ফাউন্ডেশনের নিধারিত কিছু কর্মসূচি নিয়ে ১৯ই আগস্ট শনিবার ঝাড়গ্রামের লাউদহ গ্রামে যায়। মাসিক সংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি , স্যানিটারি ন্যাপকিন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য যত্নের সঠিক নিষ্পত্তি ব্যাপারে সচেতনতা ছড়াতে। সর্বাগ্রে বক্তৃতা দিতে সূচনা করেন দীপক বন্দোপাধ্যায়ের ।

সুজাতা গুপ্তা এবং পল্লবী ব্যানার্জি সচেতনতামূলক বক্তৃতা দেন , সচেতনতামূলক আলোচনামূলক করেন।সুজাতা গুপ্তা মহিলাদের মাসিকের সময় হওয়া সমস্যায় কি করা উচিত তার সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলেন। পল্লবি মহিলাদের মাসিকের পাঁচ দিন কেমন শারিরীক অবস্থা থাকতে পারে তা বলেন। ন্যাপকিন ব্যাবহার না করলে মেয়েদের শরীরে কী কী ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা চলেছে দীর্ঘক্ষণ ধরে ।

এর পরে ২০০ জন আদিবাসী মহিলাদের বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও সাবান বিতরণ করা হয়ে। এই সব বিষয়ের গুরুত্বর সম্পর্কে সচেতনতা এবং আলোচনা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর খাদ্য অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করে। দীপক বন্দোপাধ্যায় এবং রাজীব ব্যানার্জির বাচ্চাদের শিক্ষা নিয়ে সচেতনতামূলক বক্তৃতা প্রদান করে । রাজিব ব্যানার্জি তার বক্তৃতায় বাচ্চাদেরকে শিক্ষাগ্রহণে যা যা সুবিধা রয়েছে তা বলেন। আর যে বাচ্চাদের পরীক্ষা চলছে তাদের পরিক্ষার জন্য সহৃদয় অভিনন্দন জানান।



১৫০-১৬০ জন শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নের উপকরণ বিতরণ করেন এই ফাউন্ডেশন। স্কুলছুট সম্পূর্ণ রূপে নির্মূল করে দেওয়া, এই গ্রামকে শিক্ষিত গ্রামে পরিণত করাই এই সংগঠনটির প্রধান সংকল্প।অন্যদিকে প্রবীণ নাগরিকদের চলাফেরা করার বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ১০ টি ওয়াকিং স্টিক বিতরণ করা হয়।

ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে শিশুদের মধ্যাহ্নভোজ করানো হয় । সংস্থার তরফ থেকে যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন দীপক বন্দোপাধ্যায়, পল্লবি ব্যানার্জি, সুলাতা চ্যাটার্জি , সুজাতা গুপ্তা, রাজীব ব্যানার্জি, নিশান্ত প্রকাশ। যারা এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মন্ডিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ঝাড়গ্রামের বঞ্চিত মানুষগুলির জন্য এইরকম নাজিরবিহীন উদ্দ্যোগ সত্যি অনস্বীকার্য।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ অগস্ট ২ ভাদ্র, ১৪৩০, রবিবার

# বারান্দা উদ্ধার নীল রঙের হাফপ্যান্ট, গেঞ্জি কি যাদবপুরের মৃত পড়ুয়ার! তদন্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন তলা থেকে পড়ে প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যুতে র‍্যাগিং-এর অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, ওই ছাত্রকে যখন রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, তিনি বিবস্ত্র ছিলেন? তাহলে তাঁর জামা-কাপড় গেল কোথায়? র‍্যাগিং করা হচ্ছিল তাঁকে সেই সময়।

এই সবের উত্তর পাওয়ার জন্য 'গুরুত্বপূর্ণ' তথ্যপ্রমাণ হাতে এল পুলিশের। সূত্রের খবর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন হস্টেলের তিন তলার বারান্দার কোণ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি নীল রঙের হাফপ্যান্ট এবং গেঞ্জি। মারা যাওয়ার আগে বারান্দা লাগোয়া ৬৮ নম্বর ঘরেই থাকতেন ওই ছাত্র। হস্টেলের এ ১ এবং এ ২ ব্লকের মধ্যে আরও একটি গেঞ্জি উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে রক্তের দাগ রয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, ওই পোশাকগুলি মৃত ছাত্রের বলে দাবি করেছেন এক পড়ুয়া। সেক্ষেত্রে ওই পোশাক র‍্যাগিং-এর অভিযোগে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে উঠতে পারে।

সত্য উদঘাটনে তা সহায়ক হবে বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন।

যে পড়ুয়া ওই জামাকাপড় মৃত ছাত্রের বলে দাবি করেছেন তাঁর বক্তব্য যাচাই করতে চাইছে পুলিশ। গত ৯ অগস্ট রাতে হস্টেলের বারান্দা থেকে বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র নীচে পড়ে যান বলে দাবি। পরের দিন ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, হস্টেলের নীচ থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ছাত্রকে। বেশ কিছু বয়ানে মানসিক নির্যাতনের বর্ণনা পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। এমন দাবিও করা হয়েছে যে, ঘটনার আগে বার বার বাথরুমে যাচ্ছিলেন ওই ছাত্র। তাই শুধু গামছা পরেছিলেন তিনি। বিবস্ত্র অবস্থায় ছাত্রকে উদ্ধারের পরই র‍্যাগিং-যোগ জোরালো হয়।

প্রশ্ন উঠেছে ওই ছাত্র কি 'মানসিক চাপে' নিজেই বিবস্ত্র হয়েছিলেন? যদি ছাত্র বাথরুম যাওয়ার জন্য পোশাক খোলেন, তা হলে তা সেখানেই বাথরুমেই থাকবে। বারান্দার এক কোণ থেকে কেন পাওয়া গেল পোশাক? যদি পোশাক ভিজে যায়, তা হলে ঘর বা বাথরুমে থাকত। কিন্তু তা বারান্দায় পড়ে থাকবে কেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর পেতেই এখন উঠেপড়ে লেগেছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিললেই ছবিটা অনেকটা স্পষ্ট হবে। র‍্যাগিং হয়েছিল কি না, নির্যাতন হলে তা কী ভাবে হয়েছিল, সে ব্যাপারেও দিশা মিলতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

# সিসিটিভি বসানোর টাকাই নেই যাদবপুরের হাতে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** প্রথম বর্ষের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে একাধিক বিষয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে আঙুল উঠেছে। কেন সেখানে সিসিটিভি ছিল না তা নিয়েই জবাবদিহি করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে সিসিটিভি বসানোর টাকাই নেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। ফলে ক্যাম্পাসের মূল 'পয়েন্ট' গুলিতে ক্যামেরা বসানো এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মীদের নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে মোতায়েন করতে এবার রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হতে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আর এই ইস্যুতে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে আর্থিক সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখার কথা ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এই আর্থিক টানাটানির কারণ হিসেবে সামনে এসেছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সাহায্য কম আসা। আর সেই কারণেই আর্থিক দিক থেকে ধুঁকছে রাজ্যের এই বিশ্ববিদ্যালয়। সেই কারণে নিরাপত্তা খাতে অতিরিক্ত খরচ জোগাতে বেশ সমস্যায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে উপায় না পেয়ে রাজ্য সরকারের থেকে আর্থিক সাহায্য চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এদিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরের খবর, প্রাথমিকভাবে হস্টেল ও ক্যাম্পাসের গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে কোনও বেআইনি কাজ রুখতে এত বড় ক্যাম্পাসে নজরদারি প্রয়োজন। সেই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পয়েন্টগুলিতে আমাদের ক্যামেরা লাগাতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় অতিরিক্ত খরচ বহনের মতো পরিস্থিতিতে নেই। হস্টেলে নিরাপত্তার জন্য অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মীদের নিয়োগ করার প্রয়োজনীতাও রয়েছে। সেই কারণে সাহায্যের জন্য উচ্চ শিক্ষা দফতরকে চিঠি লেখার কথা ভাবা হচ্ছে। কত টাকার প্রয়োজন, তা একবার হিসেব হয়ে গেলেই চিঠি লেখা হবে।

এই প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সংগঠন জুটার সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্য ছাড়া কী ভাবে ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো ও নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা সম্ভব হবে, সেটাই আমরা বুঝে উঠতে পারছি না এখনও।'

# জন্মের শংসাপত্র পাইয়ে দিতে দালালরাজ! অভিযোগ পেয়েই তৎপর মেয়র, ধৃত চক্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বাচ্চার জন্মের সার্টিফিকেটের খ রচটা একটু কমিয়ে দিতে বলুন না। গরিব মানুষ, কোথায় এত টাকা পাব?

পুরসভার কাজকর্ম খতিয়ে দেখ তে সপ্তাহে একদনি গার্ডেনরিচ রোডের বরো অফিসে বসেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানেই একজন মহিলার মুখে একথা শুনে অবাক তিনি। কারণ, গোটা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে পুরসভা জন্মের শংসাপত্র আবেদনের ব্যবস্থা অনলাইনে করে দিয়েছে। এজন্য একটা টাকাও খরচ হয় না। মেয়রের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল দালাল চক্রের সদস্য।

দালাল রাজ ঠেকাতেই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে পুরসভা। কলকাতা পুরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইটে গিয়ে জন্মের শংসাপত্রের আবেদন করা যায়। শংসাপত্র পাওয়ার তারিখও জানা যায় সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে। আসল নথি নিয়ে গিয়ে দেখালেই মেলে শংসাপত্র। মহিলাকে জিজ্ঞেস করে ফিরহাদ জানতে পারেন, ওই মহিলার তিনটি বাচ্চার জন্মের শংসাপত্রের জন্য দালালরা শিশু পিছু ৬ হাজার টাকা চেয়েছে! সতর্ক হন মেয়র। সোজা ফোন যায় থানায়। তারপর ধরা পড়ে জন্মের সংশাপত্র পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা খাওয়ার দালাল চক্র। জানা গিয়েছে, এক শ্রেণির অসাধু লোক সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা, অনলাইনে আবেদন করতে না পারার সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েই টাকা তুলছিল। অভিযোগ, শিশু পিছু ৬ হাজার টাকা দালালের হাতে গুঁজে দিলে নবজাতকের সরকারি শংসাপত্র মিলছিল। তা জানার পরই ব্যবস্থা নেন কলকাতা পুরসভার মেয়র। ফিরহাদ বলেন, 'অসাধুচক্র বন্ধ করতেই পুরসভায় অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। জন্মের শংসাপত্রের জন্য এক টাকাও লাগে না। কিন্তু গরিব মানুষ অনলাইনের বিষয়টি জানেন না। সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাচ্ছে অসাধুচক্র।' জানা গিয়েছে, প্রমাণ সহ দালালকে ধরতে ফিরহাদ হাকিম পুলিশের সঙ্গে নগদ টাকা দিয়ে পাঠান নিজের নিরাপত্তারক্ষীকে। দালাল টাকা নেওয়ার সময়ই তাকে হাতেনাতে ধরে পুলিশ।

# প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা যাদবপুর কর্তৃপক্ষের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** অবশেষে টনক নড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। যাদবপুরের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য শেষ পর্যন্ত পৃথক হস্টেলের ব্যবস্থা করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির বৈঠকেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব স্টুডেন্টস রজত রায় এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ বয়েজ হস্টেল এবার থেকে শুধুমাত্র স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য নির্দিষ্ট করা হল। চলতি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে নিউ বয়েজ হস্টেলে যেসব সিনিয়ররা আছেন, তাঁদের অন্য হস্টেলে পাঠানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নিউ বয়েজ হস্টেলের সিনিয়র পড়ুয়াদের কোন হস্টেলে পাঠানো হবে, সেই বিষয়ে দ্রুত পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন এদিনের নির্দেশিকায় ডিন অব স্টুডেন্টস। উল্লেখ্য, প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের জন্য আলাদা হস্টেলের বন্দোবস্তের কথা ইউজিসির নিয়মাবলিতে অনেক আগে থেকেই বলা রয়েছে।

# কলকাতা থেকে উদ্ধার হরিণের ৯৪৫টি শিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতাকে কি বন্যপ্রাণের দেহাংশ পাচারের জন্য নিরাপদ আস্তানা মনে করছে চোরা শিকারিরা? খাস কলকাতায় বন দপ্তরের অভিযানে প্রায় হাজারটি হরিণের শিং উদ্ধারে উঠছে এমন প্রশ্নই।

কলকাতায় ফিয়ার্স লেনের কাছে একটি গোডাউনে বিশেষ অভিযানে ৯৪৫টি হরিণের শিং উদ্ধার করেন বন দপ্তরের অফিসাররা। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার নেপথ্যে বড় কোন চোরাশিকারের চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখ ছেন বন দপ্তরের আধিকারিকেরা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ধৃত ওই ব্যক্তিকে শনিবার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে জিএসটি ডিপার্টমেন্টের তরফে ওই এলাকায় অন্য একটি ঘটনায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেই সময়ে জিএসটি দপ্তরের অফিসারদের নজরে প্রথমে আসে এই হরিণের শিংগুলি। একটি গোডাউনের মধ্যে স্তূপীকৃত আকারে রাখা ছিল এক গাদা হরিণের শিং। বিষয়টি নজরে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা খবর দেন বন দপ্তরকে। জিএসটি দপ্তরের অফিসারদের থেকে পাওয়া ওই তথ্যের ভিত্তিতে এদিন ফিয়ার্স লেনে অভিযান চালান।

এদিনের অভিযান প্রসঙ্গে বন দপ্তরের অফিসার কল্যাণ রাই জানান, 'আমরা ভাবিনি এতগুলি হরিণের শিং ওখানে পাওয়া যাবে। ওখানে সম্বর হরিণ ও স্পটেড হরিণের শিং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। প্রায় এক হাজারের কাছাকাছি। ৯৪৫টি শিং আমরা উদ্ধার করেছি।' গোটা ঘটনায় ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। এই বিপুল পরিমাণ হরিণের শিং কোথায় বিক্রি করার ছক ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' একইসঙ্গে বন দপ্তরের আধিকারিক এও জানান, ৫-৬টি শিং বা ১০টি শিং হলে বিষয়টি অন্যরকম হত কিন্তু যে পরিমাণে উদ্ধার হয়েছে, তাতে এর নেপথ্যে কোনও বড়সড় চক্রান্ত থাকতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন তিনি।

# পুর অধিবেশন, সাংবাদিক বৈঠকে উত্তেজনা 'হাতাহাতি'-তে জড়াল বিজেপি-তৃণমূল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** কলকাতার পুর অধিবেশনে উত্তেজনা। হাতাহাতিতে জড়ালেন তৃণমূল ও বিজেপি কাউন্সিলররা। এ নিয়ে শুরু হয় দোষারোপ, পাল্টা দোষারোপের পালা।

শনিবার পুর অধিবেশনে উত্তেজনার সূত্রপাত, বিজেপি নেতা সুনীল সিংহের বাড়ির অংশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। শ্যামপুকুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা বিজেপি নেতা সুনীল সিংহের বাড়ির অংশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় কলকাতা পুরসভা। তা নিয়েই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শনিবারের পুর অধিবেশন।

পুরসভায় তৃণমূল কাউন্সিলরদের সঙ্গে কার্যত হাতাহাতি শুরু হয়ে যায় বিজেপি কাউন্সিলরদের। কলকাতা পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা স্থানীয় বিজেপি নেতা সুনীল সিংহের অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বুলডোজার চালিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত কলকাতা পুরসভা। যদিও পুরসভার দাবি, বাড়িতে নয়, বাড়ির বেআইনি অংশ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তা নিয়েই শনিবার পুর অধিবেশনে সরব হন বিজেপির কাউন্সিলরেরা। তৃণমূলের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের দিয়ে হামলা চালিয়েছে বিজেপি। পাল্টা বিজেপির দাবি, তৃণমূল কাউন্সিলরেরাই জবরদস্তি মারধর করেছেন তাঁদের।

অধিবেশন শেষ হতেই বিজেপি কাউন্সিলর ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক শুরু করে দেয়। সেখানে বিজেপি কাউন্সিলর বিজয় ওঝা, মীনাদেবী পুরোহিত এবং সজল ঘোষের পাশাপাশি, হাজির ছিলেন অভিযোগকারী সুনীল সিংহ। ছিলেন উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপির সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষও। সাংবাদিক বৈঠক মিনিট দশেক চলার পরেই সেখানে আসেন তৃণমূল কাউন্সিলর মহেশ শর্মা। তাঁর প্রশ্ন, কাউন্সিলর ক্লাব শুধুমাত্র কাউন্সিলরদের জন্য, সেখানে বিজেপির জেলা সভাপতি কী করে সাংবাদিক বৈঠক করতে পারেন! পাল্টা সজলরা বলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই করদাতা। সুতরাং সেখানে সাংবাদিক বৈঠক করার অধিকার সকলেরই আছে। কাউন্সিলর ক্লাবে চলে আসেন বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত, অসীম বসু, রাজীব দাস, কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলর। তার পর দু'পক্ষের কার্যত ধস্তাধস্তি বেধে যায়।

# নৈহাটি স্টেশন থেকে ধৃত ২ মাদক পাচারকারী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** নৈহাটি স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ধৃত দুই মাদক পাচারকারী। শনিবার ভোর ৪-১৫ নাগাদ ডাউন তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস থেকে নৈহাটি স্টেশনে নামেন দুই ব্যক্তি। প্ল্যাটফর্মে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখে নৈহাটি জিআরপি থানার পুলিশের সন্দেহ জাগে। দু'জনকে আটক করে তল্লাশি করতেই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা গাঁজা উদ্ধার হয়। রেলপুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আবুল কাশেম ও সাত্তার শেখ। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ১০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রেল পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতেরা কোচবিহার থেকে ট্রেনে চেপে ছিল। গন্তব্য স্থল ছিল নদিয়ার কালীনারায়ণপুর। কিন্তু নৈহাটি স্টেশন থেকে ট্রেন পাল্টে অন্য ট্রেন ধরে কালীনারায়ণপুরে যাবার তারা ধরা পড়ে।

# বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের পর 'র‍্যাগিং বিতর্ক' ডেন্টাল কলেজে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এখন তিনি চিকিৎসক। তবে মেডিক্যালের স্টুডেন্ট থাকার সময় ২০১৪ সালে র‍্যাগিং-এর শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে।

আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ নিয়ে এমনই অভিযোগ তুললেন সেখানকার একসময়ের ডাক্তারির ছাত্র, বর্তমানে চিকিৎসক ঝন্টু মণ্ডল। অভিযোগের তির ডেন্টাল কলেজের বর্তমান সুপার ড. শুভজিৎ সাহার দিকে। ফলে তদন্তকারীদের আতস কাঁচের তলায় হস্টেল সুপার।

ঝন্টু মণ্ডল ২০১৪ সালে ডেন্টাল কলেজ হস্টেলে থাকার সময় র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সেই সময় কলকাতার বেনিয়াপুকুর থানায় অভিযোগও জানিয়েছিলেন নদিয়ার বাসিন্দা ঝন্টু মণ্ডল। তখন তিনি ওই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আর সেই অভিযোগপত্রে তৎকালীন কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে নাম ছিল শুভজিৎ সাহার। এর মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় ৯ বছর। কালের চাকায় বর্তমানে দু'জনেই চিকিৎসক। ডেন্টাল কলেজের সুপারের পদে রয়েছেন ডা. শুভজিৎ সাহা। ঝন্টু মণ্ডলের দাবি, তিনি ডিএসও ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিলেন। সেই সময় তাঁকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগ দিতে চাপ দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাঁকে নানা ধরনের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলেও অভিযোগ জানান তিনি। এই অভিযোগ সামনে আসতেই ডিএসও-র তরফ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বিষয়টি যাতে বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয় সেই আর্জিও জানানো হয়েছে বাম সংগঠন ডিএসও-র তরফ থেকে।

(ছবি-প্রতীকি)

এই প্রসঙ্গে হস্টেল সুপার শুভজিৎ সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি জানান, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করতেন তিনি। আর যিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন সেই ঝন্টু মণ্ডল ছিলেন ডিএসও-র সদস্য। অভিযোগ প্রসঙ্গে শুভজিৎ সাহা বলেন, ' আদতে এটা একটা ভুয়ো কেস। ওরা কোর্টেও কেস করেছিল। সেখান থেকেও ক্লিনচিট পেয়েছি। অ্যান্টি কমিটি থেকেও ছাড়পত্র পেয়েছি। এতদিন পর এই অভিযোগ সামনে আনার যে কোনও যুক্তি নেই, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

# 'র‍্যাগিং' নিয়ে আদালতে গোপন জবানবন্দি এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মৃত্যু তুলে দিয়েছে হাজার প্রশ্ন। নগ্ন করেছে র‍্যাগিং-এর ভয়াবহ ছবিকে। নাড়িয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসনকে।

সেই একটা মৃত্যুই এবার শাপে বর হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এক ছাত্রের জীবনে। দীর্ঘদিন ধরে র‍্যাগিং এর অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে থাকা বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের ছাত্র বিশ্বজিৎ হাজরা। অবশেষে শনিবার পুলিশ তাঁকে গোপন জবানবন্দি দিতে নিয়ে যায় আলিপুর আদালতে।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই হস্টেলে বিশ্বজিৎ র‍্যাগিংয়ের শিকার। কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসন, সকলকেই সে কথা জানিয়েছিলেন। কোনও লাভ হয়নি। উল্টে র‍্যাগিংয়ের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। আর তাতে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দূরে থাক, অভিযোগ রেজিস্ট্রারও তাতে মদত দিয়েছেন। যাদবপুরে প্রথম বর্ষের ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরই র‍্যাগিং নিয়ে চর্চায় রাজ্য-রাজনীতি। তপ্ত পরিস্থিতিতে কার্যত 'চাপের মুখে' পুলিশ এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের র‍্যাগিং-এর অভিযোগ নিয়ে তৎপরতা দেখাচ্ছে বলেই মনে করছে তথ্যভিজ্ঞ মহল।

বিশ্বজিৎ জানিয়েছেন, তিনি বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন ২০১৯ সালে। চলতি বছরে তাঁর কোর্স শেষ হয়েছে। অভিযোগ শুরু থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে তাঁকে 'র‍্যাগিং' এর মুখে পড়তে হয়। অভিযোগ, হস্টেলের ঘরে তাঁকে সিনিয়রেরা 'ইন্ট্রো'র নামে সারা রাত আটকে রাখতেন,

তাঁকে দিয়ে মদ কেনানো হত, চলত অকথ্য গালিগালাজ। এমনকি, ছাত্রের যৌন চাহিদার বিষয়েও প্রশ্ন করে অস্বস্তিতে ফেলা হত বলে দাবি। ছাত্রটি জানিয়েছেন, এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি বার বার অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ দূরের কথা, র‍্যাগিংয়ের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। সংবাদমাধ্যমের কাছে বিশ্বজিৎ দাবি করেছেন, তাঁর ঘরে সিনিয়রেরা প্রস্রাব করে দিতেন। বোম ফাটিয়ে ঘর ধোঁয়ার ভরিয়ে দেওয়া হত। ব্যক্তিগত জিনিসপত্রও বাইরে ফেলে দেওয়া হত। খাবারও বন্ধ করে দেওয়া হত।

হস্টেল থেকে সম্প্রতি তাঁকে উঠে যেতে বলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্বজিৎ। অভিযোগ, তিনি তথাকথিত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় তাঁর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। হস্টেলের নিরাপত্তারক্ষী খোদ রেজিস্ট্রারের নির্দেশেই নাকি ছাত্রকে হস্টেল থেকে বার করে দিতে চাইছেন। তাঁকে খুনের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। বিশ্বজিৎ জানিয়েছেন, এই ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। পুলিশ, প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। সম্প্রতি যাদবপুরের ঘটনায় তাদের টনক নড়েছে। সেই কারণেই বয়ান রেকর্ড করার জন্য আদালতে ডাকা হয়েছে তাঁকে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের তিন তলার বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে গত ১০ অগস্ট মৃত্যু হয়েছে নদিয়ার এক পড়ুয়ার। তিনি র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং বর্তমান ছাত্র মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ১২ জন হস্টেল আবাসিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

## সম্পাদকীয়

# ছলনার আশ্রয় নিলে বড় বড় মৌখিক আস্ফালন কিন্তু অসার বলেই পরিণত হবে

ভোপালের এক অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী বুক এবং টেবিল চাপড়ে দাবি করেন, 'বিরোধীদের আছে ঘোটালার গ্যারান্টি আর মোদির গ্যারান্টি হল কানুনের ডান্ডা মেরে এসব জব্দ করার। মোদি জমানায় যত কানুনের ডান্ডা চলছে ওদের সামনে তত স্পষ্ট হচ্ছে জেলের দরজা। সব দুর্নীতিবাজ এক হয়েছে কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম সামনে রেখে। বিজেপির বুথ স্তরের কর্মীরা গ্রামে গ্রামে এই বার্তা পৌঁছে দিলেই মানুষের কাছে এদের স্বরূপ খোলসা হয়ে যাবে, দেশবাসী বুঝবে এদের এই আজগুবি ঐক্যের কী কারণ। ২০ লক্ষ কোটি টাকার কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে বিরোধীরা একে অপরকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।' স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে তাঁর দশম ভাষণে নরেন্দ্র মোদি দেশকে পরিবারবাদ, দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ব্যাধি থেকে মুক্তি দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, 'সাড়ে সাত দশক যাবৎ সমাজব্যবস্থার ভিতরে যে অশুভ শক্তি সক্রিয়, সেটা হটাতে পারলেই দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছবে। এই স্বপ্ন সার্থক হলে ২০৪৭ সালে একটি উন্নত জাতি হিসেবেই স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপন করতে পারব আমরা।' হাজার সম্পদে বলীয়ান, এতকালের একটি স্বাধীন দেশের যে উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক ছিল, ভারত তার ধারেকাছেও পৌঁছয়নি। এর পিছনে দুর্নীতিই যে সবচেয়ে বড় কারণ, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু যে 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর প্রধানমন্ত্রী কথায় কথায় 'না খায়ুঙ্গা, না খানে দুঙ্গা' বলে অহরহ ৫৬ ইঞ্চির ছাতি ফোলান;তাঁর সরকারের রেকর্ড কী? ন'বছর পর সামনে এসেছে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। সড়ক, স্বাস্থ্য, গরিবের পেনশন, অযোধ্যা উন্নয়ন পর্ষদ প্রভৃতি একঝাঁক ক্ষেত্রে সরকারি কাজে অর্থব্যয় নিয়ে বেনিয়ম সামনে এসেছে। অভিযোগের মধ্যে স্বজনপোষণের ইঙ্গিতও বেশ স্পষ্ট। এত বড় অভিযোগ কোনও বিরোধী দলের কিংবা বেয়াড়া মিডিয়ার নয়, খোদ সিএজির। দেশের শীর্ষ অডিট সংস্থা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি বা ক্যাগ) সম্প্রতি সংসদে তাদের রিপোর্ট পেশ করেছে। তাতেই রয়েছে এই কেলেঙ্কারির কাহিনি। স্বভাবতই সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। সরকারের মুখরক্ষায় সক্রিয় বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া সেল। তাদের দাবি, ক্যাগ রিপোর্টের ভুল ব্যাখ্যা করছে বিরোধীরা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এত বেনিয়ম কিন্তু একদিনে হয়নি, পুরোটাই মোদিযুগের ন'বছরের। তাহলে ক্যাগ এতদিন ঘাপটি মেরে ছিল কী কারণে? এই সংগত প্রশ্নও উঠেছে। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, তাহলে কি হাওয়া ঘুরছে? সিএজি কি হাওয়া মোরগের ভূমিকা অবতীর্ণ হল! দেরিতে রিপোর্ট পেশের কারণ বিশ্লেষণের চেয়ে আপাতত জরুরি অবশ্য এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর জবাব। ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্সের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকেই সমস্ত অভিযোগের সদুত্তর দিতে হবে অথবা মেনে নিতে হবে যাবতীয় দায়। বিরোধীদের দুর্নীতি দমনে তিনি যতটা একবগ্গা, এক্ষেত্রেও তাঁর আন্তরিক ভূমিকা কাম্য। দোষীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে দ্রুত। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ছলনার আশ্রয় নিলে তাঁর এযাবৎকালের হুঙ্কার, আস্ফালন অসার বলেই প্রতিপন্ন হবে।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

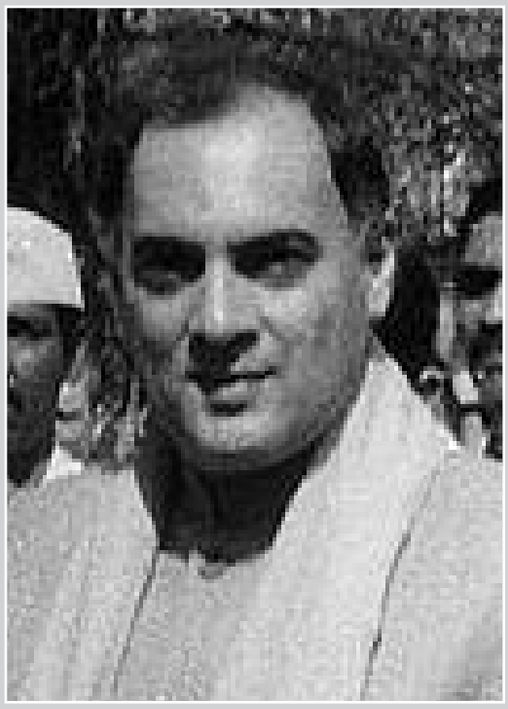

রাজীব গান্ধি

১৮৯৬ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের জন্মদিন।*
১৯১৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবরাজ আর্সের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির জন্মদিন।*

# বিশ্ববিদ্যালয় হোক মন্দিরের মতন, যেখানে জ্ঞান ও প্রকৃত শিক্ষার আলো মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্ব প্রদান করে

**রাজীব মুখোপাধ্যায়**

*ওঁ সহনীরবতু সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ তেজস্বিনাবধীতমস্ত মা বিদ্বিষাবহৈ।।*

বৈদিক সংস্কৃতিতে এই শ্লোকটি সকল আচার্য ও শিষ্যর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। যার অর্থ পরমব্রহ্ম আমাদের উভয়কে (আচার্য ওশিষ্যকে) একসঙ্গে পালন করুন। সমভাবে উভয়কে বিদ্যাফল ভোগ করান। সমভাবে দৈবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমরা যেন সকল কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করি। আমাদের অধ্যয়ন যেন দীপ্ত ও ফলপ্রসূ হয়। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

এই বৈদিক প্রার্থনা ঘোষণা করছে ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির তিন মহান নীতিকে- যার প্রথম প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্ব, দ্বিতীয় পারস্পরিক সমঝোতা ও সহায়তা, তৃতীয় শান্তি ও ঐক্যকে।

এই শিক্ষার মাধ্যমেই ছাত্রকে গুরু উপদেশ দিতেন যে বিদ্যা হ'ল সমভাবে উপলব্ধি করার বিষয়, এর ভিতরে যদি শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর ভিতর ভুল বোঝাবুঝি হয় কিংবা সামান্যতম ক্রোধ বা অসহিষ্ণুতা দেখা দেয় তবে দাতা, গ্রহীতা ও দান-সমস্তই কলুষিত হয়ে যায়। যদিও বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের মুখস্থ বিদ্যার পারদর্শীতা ও অহংকারকে প্রকাশ্যে রেখে নিজেদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ভুলতেই বসেছে ভারতীয় সমাজ। যার নক্কারজনক ও কলুষিতায় ভরা সাম্প্রতিক উদহারণ হল যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়। পাশাপাশি তার একদম বিপরীতে বৈদিক সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক সমঝোতা ও সহায়তা, শান্তি ও ঐক্যর ধারক ও বাহক হয়ে পথ চলছে রামকৃষ্ণ মিশন বেলুড় বিদ্যা মন্দির। এখানে নবাগত ছাত্র ও পুরাতন ছাত্রদের মধ্যে রয়েছে অনাবিল প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্ব। যা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে

বর্তমান সময়ে এক অনন্য মাত্রা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কলেজ হোস্টেলে নবাগত আবাসিক ছাত্রদের এখানে নিজেদের আলাদা করে কিছু করতে হয় না, বরং সেই দায়িত্ব কলেজ হোস্টেলের আবাসিক প্রবীণ ছাত্রদের। তাঁরাই তাদের ব্যাগ থেকে শুরু করে পরিধানের ধুতি পড়ানোর শিক্ষা সহ প্রতিষ্ঠান বিষয়ে সবকিছু অবগত করানোর দায়িত্ব নিয়ে নেয়। আর সবটাই প্রেম, প্রীতি ও বিদ্বেষ ছাড়াই।

বিদ্যামন্দিরের স্নাতকোত্তর বিভাগের পুরাতন ছাত্রদের দাবি, ''এই বিদ্যা মন্দিরে পুরাতন ও নবাগত ছাত্রদের মধ্যেকার সম্পর্ক বাড়ির দাদা ও ভাইয়ের মতোই। আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম তখন আমাদেরকেও 'বিদ্যার্থী ব্রত'-র মাধ্যমে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল। আমরাও সেই ভাবেই যারা নতুন এখানে শিক্ষা অর্জনের জন্য আসছে তাদেরকে বরণ করে ভীষণ আনন্দিত।। আর কয়েকদিন পরেই এখানে 'বিদ্যার্থী ব্রত' অনুষ্ঠিত হবে। এখানকার হোস্টেল জীবনের পরিবেশ বাড়িতে কেন অন্য কোথাও পয়সা দিয়েও কিনতে পাওয়া যাবে না। আমাদের এটা শেষ বছর তাই এখান থেকে বেরিয়ে এই জীবনটার অভাব ভীষণ ভাবে অনুভব করবো। প্রতি শিক্ষার্থীর এই পরিবেশে অবশ্যই জীবনে কয়েক বছর কাটানো অত্যন্ত আবশ্যিক।'

বিদ্যা মন্দিরের স্নাতক স্তরের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের দাবি, 'আমরা যখন প্রথম এখানে এলাম, দাদারা আমাদের সমস্ত ব্যাগপত্র ভ্যানে করে বয়ে কাঁধে করে হোস্টেলের রুমে পৌঁছে দিয়েছিলো। ওরাই আমাদের ধুতি পড়া থেকে শুরু করে প্রার্থনা শেখানো সবটাই করে। মহারাজদের নির্দেশ মতো হোস্টেলের নিয়ম কানুন দাদারা বুঝিয়ে দেয়। এছাড়াও জড় কোনও সমস্যাতে পড়লে দাদারা সব সময় পাশে থাকে। দাদাদের সঙ্গে সু-সম্পর্কের জন্য বাড়ির লোকেদের বিশেষ অভাব বোধ হয় না।'

পাশাপাশি বিদ্যা মন্দিরের কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন এখানে শিক্ষার্থীরা থাকতে আসার আগে তাদের দের থেকে দুই মাস যাবৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অবগত করানো হয়। তাঁরাও আসার আগে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আসে। এই দের দুই মাসের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয় 'বিদ্যার্থী ব্রত'-র মাধ্যমে।

এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে আবাসিক ছাত্রদের একাগ্রতা ও পারস্পরিক সম্পর্কের বিকাশের দিকটাও নজর দেওয়া হয়। আর তাই এখানকার আবাসিক ছাত্রদের মধ্যে দুস্টুমি করার অভ্যাস থাকলেও অপরাধ মনস্কতা একেবারেই তৈরি হয় না। এই বিশেষ গুনগুলোই অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে স্বামীজীর ভবেদর্শে তৈরি হওয়া বেলুড় 'রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির'-কে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

তাই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি যাজ্ঞবল্ক্য, কৌটিল্য, শঙ্করাচার্য, কণাদেব, ঋগবেদ, উপনিষদের সনাতনী বাণীকেই উদ্ভাসিত করে ক্ষ্মসা বিদ্যা যা বিমুক্তয়েক্ষ্ম, অর্থাৎ শিক্ষা হল এমন কিছু যার অন্তিম পরিণতি মোক্ষ লাভ করায়।

# বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব

**বাবুল চট্টোপাধ্যায়**

মধ্যযুগের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যিনি সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যাক্তিত্ব তিনি আর কেউ নন ,তিনি আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রী চৈতন্যদেব। বলা যেতে পারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এক বিস্ময় কর ঘটনা। কিন্তু কেন? আসুন সে আলোচনায় পায়চারি করে আসি।

আসলে সমকালীন রাজনৈতিক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে হিন্দু- অহিন্দু,মূর্খ- পণ্ডিত, ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করে সর্বমানবিক প্রেম তথা ধর্মের এক উদার্ত মহান আহ্বান তিনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন বাঙালি সমাজে। কি ছিল তার মূল মন্ত্র? জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ কে নিয়ে নাম সংকীর্তন। এই তিন আদর্শই ছিল চৈতন্যধর্মের মূলভিত্তি। আর এই মন্ত্রকেই কেন্দ্র করে যে চৈতন্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল যা বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ জারিত করে তুলেছিল। মধ্যযুগে এর চেয়ে বড় জাগরণ বাঙালি জীবনে আর দেখা যায়নি। শুধু ধর্মে নয়, ধর্মাশ্রয়ী সমাজে এর প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। সুতরাং ধর্ম ও ধর্মস্রয়ী সমাজে তথা ঐতিহাসিক অবস্থানে চৈতন্যদেবের ব্যাক্তিত্ব ও চৈতন্যকেন্দ্রিক আন্দোলন কিরূপে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল — আসুন আমরা তার আলোচনায় প্রবেশ করি। মানে চৈতন্যদেব সাহিত্য সংস্কৃতিতে কি প্রভাব বিস্তার করেছে তার গভীরে দৃষ্টপাত করি।

চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে বাঙালির দর্শন চর্চা একটি বিশিষ্ট ও স্বাধীন রূপ গ্রহণ করেছিল। এটা একেবারে বা একভাবে হয়নি।প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় বৃন্দাবনে বাঙালি পণ্ডিতেরা এর চর্চা শুরু করেন। এর ঠিক অল্প পরে বাংলা ছন্দবদ্ধ ভাষায় এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। পরবর্তীকালে বহু বৈষ্ণব তাত্ত্বিক ছোট এবং মাঝারি আকারে কড়চা গ্রন্থ রচনা করে এই ধারাকে অব্যহত রেখেছিলেন। এ বড়ো কম কথা নয়। অন্যদিকে চৈতন্যদেব নিজে এক ধরনের ধর্মাশ্রয়ী কৃষ্ণযাত্রার প্রবর্তন করেছিলেন। তবে লোকায়ত আদি রসাত্মক ধামালি জাতীয় কৃষ্ণযাত্রা থেকে এর তফাৎ আছে। স্পষ্টভাবে তা লক্ষ্য করাও যায়। বাংলার কৃষ্ণযাত্রা পরবর্তীকালে এই ভক্তিরসের স্পর্শ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তর করে। অন্যদিকে বাংলা সঙ্গীত জগতে বৈষ্ণব কীর্তন একটি বৈপ্লবিক সংযোজন। মনোহরসাটি, রেনেটি, গড়ানহাটি,ঝাড়খন্ড ইত্যাদি ধারায় কীর্তনের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। নগর সংকীর্তন,পালা সংকীর্তন এইরূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কখনো কখনো পালা কীর্তন কৃষ্ণযাত্রার সঙ্গে মিশে দৃশ্যমান নাট্যরূপ ও জনমনরঞ্জন ও ভক্তিরস বিতরণের দৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। বাংলা কীর্তন ভারতীয় প্রাচীন রাগ সঙ্গীতের সঙ্গে এদেশের লোকসঙ্গীতের মিশ্রণে প্রথম কাব্যসঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপন করে। সুতরাং আধুনিক বাংলা কাব্য সঙ্গীত যে এত সমৃদ্ধ তার ইতিহাসে কীর্তনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় রসতত্ত্বের পাশে বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা 'ভক্তিরসতত্ব' নামে একটি নতুন তত্ত্ব রূপদান করেন। 'উজ্জ্বল নীলমনি 'তে এর মূল প্রতিপাদ্য সমূহ ব্যাখ্যাও রয়েছে। এ থেকে পদাবলী সাহিত্য ও কীর্তন গানে রসপর্যায়ের উৎপত্তি হয়। বাংলার নিজস্ব নান্দনিকতা এখানেই সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাবের কালকে অনেক পণ্ডিতেরা ঐশ্বর্য পর্ব বলেও স্বীকার করেন। আমরা দেখি পদাবলী সাহিত্যে জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, শেখর প্রমুখ ন্যায় উচ্চ মানের কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীবনী গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যের সীমা অনেক প্রসারিত করেছেন। অন্যদিকে আমরা দেখি সংস্কৃত রামায়ণ বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিরসে পুষ্ট হয়ে বাঙালির নিজস্ব রামায়ণ হয়ে উঠেছে। কৃত্তিবাস চৈতন্যপূর্ব কবি হলেও তাঁর যে রামায়ণ গ্রন্থটি প্রচলিত সেটি পুরোপুরি চৈতন্যপ্রভাব স্পষ্ট। শঙ্কর দেবের রামায়ণ,কাশীরাম দাস এর মহাভারত, দ্বিজমাধব ও মুকুন্দদাসের চন্ডীমঙ্গল, দ্বিজবংশী ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গল' এগুলিও বিশেষভাবে চৈতন্যপন্থার অনুসারী। আবার আমরা যদি দেখি বাংলার শাক্ত সাহিত্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যগুলি চৈতন্য যুগে ভক্তিরস এ কোমলতা লাভ করেছে। এ বড়ো কম কথা নয়।

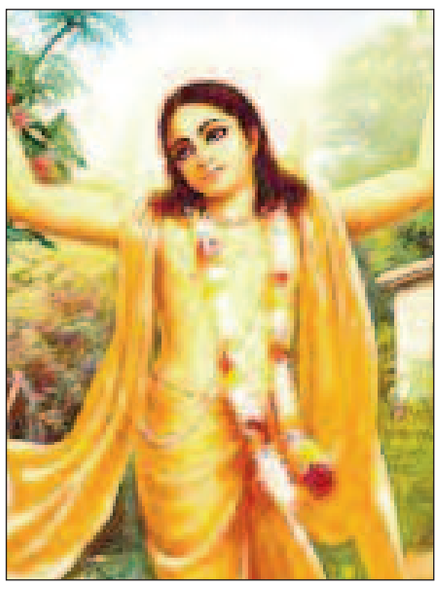

চৈতন্য পূর্ববর্তী মঙ্গল কাব্যে যেমন বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব — এ আমরা যে উগ্রতা ও হিংস্রতা বা শক্তিময়তা দেখেছি তার উপর ভক্তির প্রলেপ পড়লো চৈতন্য প্রভাবে আসলে পদাবলীর লালিত্য এলো কাহিনীকাব্যে। এ সময়ে অনেক কবি তো বৈষ্ণব পদের অনুসরণে কিছু কিছু পদ রচনা করে কাব্যে ঢোকালেন। ভাগবত এর অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্টতা দেখা দিল। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যপ্রধান ভাগবত কাহিনির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রধান কাহিনীকাব্য লেখা হতে শুরু হলো। আমরা দেখি সাধারণত সপ্তদশ শতকের শেষ হতে না হতে বাংলা সংস্কৃতিতে চৈতন্য প্রবণতা কমতে শুরু করে। কিন্তু রামপ্রসাদের শাক্ত কবিতার ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শাক্ত পদে যে রূঢ় শক্তির প্রকাশ প্রত্যাশিত, তাতে ভক্তিবিগলিত বাৎসল্য-প্রতিবাৎসল্য রস কবি রামপ্রসাদ তা রূপান্তর করেছিলেন। আসলে এই কাজটি করলেন বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শকে সামনে রেখে। এরপর আমরা দেখি অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা কবিগান আবির্ভাব হলো। তার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলী এবং পালাকীর্তন উভয়েরই প্রভাব অনুভব করা যায়।

সর্বশেষে আমরা উল্লেখ করতে পারি ইসলামী সাহিত্যের ওপরে চৈতন্যের প্রভাবের কথা। একেবারে শুরুতে যদি দেখা যায় তবে দেখতে পায় সুফিবাদ চৈতন্য প্রবণতার উপরে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। উত্তরকালে চৈতন্যের প্রভাবে অনেক মুসলমান সাধক কবি রাগাত্মিক সঙ্গীত লিখেছিলেন। 'ইসলামী চরিত ' সাহিত্য বিশেষ করে সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' প্রমুখ গ্রন্থ চৈতন্য চরিতের আদলে গড়ে উঠেছিল। হজরত মুহাম্মদ এর জীবনকথা বলতে গিয়ে বাঙালি চৈতন্য জীবনিকারেরা যে ধরনের অতিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং ভক্তিবাদ প্রচার করে ছিলেন, তার ধরনটি মুসলমান কবির অনুসরণ নিয়েছিলেন। একইভাবে দৌলত কাজীর 'লৌড়চন্দ্রানি' যেমন আরব্যরজনীর কাহিনির ধরন আশ্রয় করেছে তেমনই আবার দেখি কৃষ্ণলীলা কাব্য থেকেও কিছু ঋণ গ্রহণ করেছে বিশেষ করে নায়িকাদের বিরহ ব্যাকুলতা প্রকাশেও রাধা বিরহের সুর তাঁরা সাজিয়ে তুলেছিলেন।

চৈতন্য প্রভাব বাঙালির সমাজ,ধর্ম,সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এমন গভীর প্রভাব পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল যার অনুরণন অতিক্রম করে আধুনিক যুগেও প্রবেশ করেছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্যর প্রভাব অপরিসীম। ধর্মের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে তিনি এ দেশের সমাজ ও সাহিত্যে সম্প্রসারিত হয়ে তাঁকে অমর করে রেখেছেন। তাঁর প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্যের বিচিত্রমুখি বিকাশ ছাড়াও অন্যান্য শাখায় যতেষ্ট অভিনবত্ব দেখা দিয়েছিল। ডক্টর মুহম্মদ চৈতন্যদেবকে মুসলিম যুগে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'বর্ষা ঋতুর মতন মানব সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আদ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়ইয়াছিল সকলেই সেই রসের বস্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নতুন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।'

## পুস্তক পরিচয়

# আইনের সহজ পাঠ: সংবিধানের ব্যবহারিক দিকগুলির সুলুক সন্ধান দেয়

**সত্যব্রত কবিরাজ**

সংবিধানে সাধারণ মানুষের জন্য স্বাভাবিক জীবনযাপনের এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে কতটা সংস্থান করা রয়েছে সে বিষয়ে অধিকাংশ মানুষেরই সম্যক ধারণা নেই। কারণ হিসেবে বলা যায় সাক্ষরতার অভাব। স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার,কাজ পাওয়ার অধিকার, ইত্যাদির ক্ষেত্রে তেমন কোনও ব্যবস্থাই সরকারিভাবে করা হয়ে ওঠেনি। বিচার ব্যবস্থাতো এক অনধিগম্য এক রহস্যময় জগৎ হিসেবে সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গিয়েছে। এখানে কতিপয় ব্যক্তি ও পদাধিকারী সাধারণের চরম হয়রানি করার জন্যই মজুত থাকেন। ফলে বিচারের বাণী সাধারণের কাছে সকল সময়েই নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। আদালতে যারা সওয়াল জবাব করেন এবং যারা মহামান্য হিসেবে বসে শোনেন উভয়েই সাধারণকে বোকা বানানোর কাজে সিদ্ধহস্ত। দিনের পর দিন পার হয়ে যায় কিন্তু যুক্তিগ্রাহ্য কোনও সমাধান খুঁজে পান না উভয় তরফই। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার দৈন্যদশার জন্যই সমাজের অবক্ষয় এমন চরম আকার নিয়েছে বলা যায়। সাধারণ মানুষ শুধু হয়রানির শিকার। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে যে মামলা শুরু হয়েছে তার প্রেক্ষিতেই বলা যায় হাইকোর্টের বিচারপতির রায় একই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে তা খারিজ বা রদ করে দেওয়া হচ্ছে। বিচারপতি নিশ্চয় আইনের সংস্থান অনুযায়ীই রায় দিয়েছেন বা নির্দেশ দিয়েছেন। তবে ডিভিশণ বেঞ্চ কি করে সংশ্লিষ্ট রায়ের বিরুদ্ধে বা নির্দেশের বিরুদ্ধে রায় দেন এটা বোঝা শক্ত। কারণ একেবারে রদ করা বা স্থগিত করার অধিকার উচ্চতর বেঞ্চের রয়েছে। কিন্তু তার সংশোধন করে নির্দেশ বহাল রাখা কেন হবে না। এমন অবস্থায় বিচারপ্রার্থী বা বিবাদি ও বাদি পক্ষের বিরুদ্ধে এমন নির্দেশের রকমফের হলে বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বা নিরপেক্ষতা বা যথার্থতা নিয়েই সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। অথচ ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে বিচার ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং যথার্থ না হলে সাধারণ মানুষই এর কুফল ভোগ করেন। এজন্য বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মেধাকে এবং অন্যান্য সামাজিক অবস্থাগুলির রক্ষাকারী বিষয়গুলির ওপর জোর দেওয়া জরুরি। তবে সর্ব প্রথমে জরুরি হল স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, ত্রুটিহীন, জটিলতাহীন, আইন প্রণয়ন করা । স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, যথাযথ আইনের অভাবে দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাটাই জটিল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। দেশে সঠিক আইনের অভাবে দোষীর সাজা হয় না এবং নির্দেশ ব্যক্তির হয়রানি বাড়ে। আইনের সমদর্শিতার অভাবে প্রভাবশালী দোষী ব্যক্তি পুলিশ প্রশাসন এমনকী বিচার ব্যবস্থার থেকে নানা সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। অথচ একই দোষে দোষী সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আইনের দোহাই দিয়ে চরম ব্যবস্থা গ্রহণে কোনও পক্ষই পিছপা হয় না। একই আইনে এমন বৈষম্য থাকবে কেন এপ্রশ্ন করারও কোনও সুযোগ আমাদের সংবিধান বা বিচারব্যবস্থায় নেই। অথচ ভারতকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। যেখানে আইনের স্বচ্ছতা নেই সেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখাই তো দুষ্কর। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিই হল সঠিক ও যথাযথ আইনি ব্যবস্থা। গালভরা সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় সাধারণের নানান অধিকার উপভোগের কথা উল্লেখ রয়েছে মাত্র। আইনের দ্বিচারিতা রয়েছে বলেই কোনও ব্যক্তি একটি রাজনৈতিক দলের প্রতীকে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়ে পরবর্তীতে ভিন্ন রাজনৈতিক দলে নাম লেখাতে দ্বিধা বোধ করে না। এতে তার শাস্তি হয় না। ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন বেপরোয়া ভাব স্থায়িত্ব লাভ করছে। নীতি ও আইনের ওপরেই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। নীতি ও আইন না থাকার সুযোগ নিচ্ছে কিছু মানুষ। এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না বিচার ব্যবস্থাও। তবুও লেখক গ্রন্থটিতে সতেরোটি পরিচ্ছেদে ক্রেতা সুরক্ষা আইন,সন্ত্রাস বিরোধী আইন, তথ্যের অধিকার আইন, সাইবার অপরাধ আইন, টাডা এবং পোটা, মানবাধিকার আইন, শিশু ও নারীর অধিকার, জনস্বার্থ মামলা, বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, মহিলা আদালত, দলত্যাগ বিরোধী আইন সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, যা পাঠকের চটজলদি সাধারণ একটা ধারণা করা সুবিধাজনক হবে।

**সহজ কথায় আইনের সহজপাঠ ও গণতান্ত্রিক সচেতনতা**
**শিবশঙ্কর চক্রবর্তী**
**সুহৃদ প্রকাশনী**
**মূল: ১৪০ টাকা।**

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# মালদায় প্রধানের বাড়িতে অস্ত্র হাতে হামলা ও ভাঙচুর, নিরাপত্তার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ গোটা পরিবার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** টসে জিতে প্রধান হয় কংগ্রেসের। আর এরপর থেকেই প্রধানের বাড়িতে সশস্ত্র অস্ত্র হাতে প্রধানের বাড়িতে হামলা চালায় শাসকদল তৃণমূল বলে অভিযোগ কংগ্রেসের। প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও লাভ না হওয়ায় নিরাপত্তার দাবিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে প্রধান সহ তার পরিবার। ঘটনাটি কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ গ্রামপঞ্চায়েতে। আতঙ্কে পালিয়ে রয়েছে ওই পরিবারটি। উল্লেখ্য, আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ২৪টি এর মধ্যে ১২টি করে আসন দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস। ফলে প্রশাসনের নিয়ম অনুযায়ী টস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কংগ্রেস টসে জিতে। প্রধান হয় কংগ্রেসের সদ্য জয়ী প্রার্থী রায়েশা বিবি। প্রধান গঠনের দিন গ্রামপঞ্চায়েত থেকে শুরু হয় হাতাহাতি শাসক দলের সঙ্গে। রাতে সেই পরিস্থিতি আরও ভয়ানক আকার ধারণ করে। ধারালো অস্ত্র হাতে প্রধানের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালানো হয়। বন্ধ হয়ে বাড়ির সঙ্গে থাকা স্টিল কারখানা। দেওয়া হয় হুমকি। এরপর থেকে কার্যত বাড়ি ছাড়া প্রধান সহ তার পরিবার। এদিকে এই ঘটনার পর নিরাপত্তার দাবি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে ওই পরিবার।



প্রধানের স্বামী মোহিদুর মোমিন বলেন, প্রধান গঠনের দিন থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত হয়। এরপরে আমার কারখানাতে রাতের অন্ধকারে ভাঙচুর চালায় শাসক দলের গুন্ডাবাহিনী। যার ফলে আমরা আতঙ্কে অন্য জায়গায় সরে রয়েছি। সেই কারণে নিরাপত্তার দাবিতে আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। যাতে আমাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়। কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সাদেমান খান জানিয়েছেন,বোর্ড গঠনের দিন থেকেই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রধানের স্বামীর কারখানায় ভাঙচুর করা হয়েছে। এমনকী হুমকি দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে। সেই কারণেই আমরা তাদের নিরাপত্তা চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছি। যাতে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক।

জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, মালদা জেলায় নির্বাচন পরবর্তী যে গোলমাল হয়েছে তাতে সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধীরা ষড়যন্ত্র করে একত্রিত হয়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কালিয়াচকের এই ঘটনা আমার জানা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস বাড়ি ঘরে হামলা চালানোর কালচারে বিশ্বাস করে না।

# আরামবাগে আবারও দ্বারকেশ্বর নদে তলিয়ে গেল যুবক, চাঞ্চল্য এলাকায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবারও দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়ে গেলেন এক যুবক। পরপর দুই দিনে দুই যুবক তলিয়ে গেল দ্বারকেশ্বর নদে। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে, হুগলির আরামবাগ পুরসভার মনসাতলা সংলগ্ন ডিঙ্গাডুবি ঘাট সংলগ্ন নদীঘাটে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও এনডিআরএফের একটি দল শুরু করে তল্লাশি। জানা গেছে, নদীতে তলিয়ে যাওয়া যুবকের নাম সৈকত ঘোষ, তার বাড়ি আরামবাগ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বৃন্দাবনপুর এলাকায়। জানা গেছে, এদিন একাই নদীতে স্নান করতে এসেছিলেন। সেই সময় ফেরিঘাটে চলাচলকারী নৌকো নিয়ে মাঝি ওই যুবককে খোঁজখবর করেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি বলে স্থানীয়রা জানান। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নদীতে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার হয়নি। উল্লেখ্য, শুক্রবার একই ঘটনা ঘটেছিল আরামবাগের দৌলতপুর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে মৃত্যু হয়েছিল বিজয় ওরাও নামের এক ১৩ বছরের বালকের। এলাকা সূত্রের খবর, বাড়িতে ওই যুবকের বাবা-মা কেউ নেই। এক বছর আগে তার মা মারা যায় এবং তিন বছর আগে মারা যায় তার বাবা। সৈকত ও তাঁর বোন একটি চায়ের দোকান চালাত পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বৃন্দাবনপুরে। এই ঘটনায় খোঁজখবর চালাচ্ছে প্রশাসন। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবারে।




**জেলা হুগলীর চন্দননগরস্থ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত**

**এ্যাক্ট ৩১ কেস নং ৩১/২০২৩**

শ্রী সমিত কুমার মণ্ডল, পিতা- ঁনিরঞ্জন কুমার মণ্ডল সাকিম-৬৬ বি ফিরিঙ্গী ভাঙ্গা রোড, পোঃ- মল্লিক পাড়া, থা না- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানান যাইতেছে যে, অত্র কেসের দরখাস্তকারী শ্রী সমিত কুমার মণ্ডল, পিতা- ঁনিরঞ্জন কুমার মণ্ডল ও মাতা- ঁদীপ্তি মণ্ডল তাহার পিতা ও মাতার যৌথ নামীয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত ডেটস্ এ্যান্ড সিকিউরিটিস এর সাকসেসান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত হুজুর আদালতে অত্র কেস দায়ের করিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার অত্র কেসের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের ভিতর হুজুর আদালতে হাজির হইয়া অত্র কেসে তাহার আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানি হইবে।

**Schedule of Debts & Securities**

| Sl.No. | Name of Company | Reg Folio No. | Certificate No | No. of Share | Face Value | Amount in Rs. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Axis Bank Ltd. | UTT090250 209100 | 509100 | 500 | @2 each. | 1000/- |
| 2. | ICICI Bank Ltd. | 1010371 | 00908296 | 100 | @2 each. | 200/- |
| 3. | ICICI Bank Ltd. | 1010371 | 00009587 | 1000 | @2 each. | 2000/- |
| 4. | ICICI Bank Ltd. | 0263199 | 64564 | 100 equity each. share. | @10 | 1000/- |
| 5. | ICICI Bank Ltd. | 0963199 | 116282 | 100 equity each. share. | @10 | 1000/- |
| 6. | Hindusthan Liver Ltd. | HLL370 7068 | 5287471 | 1510 | @1 each. | 1510/- |
| 7. | -Do- | 2752419 | 5164790 | 4520 | @1 each. | 4520/- |

দরখাস্তকারীর পক্ষে
রঞ্জন পাল, উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
District Delegaet, Chandanagore,12-07-23


# হাড়োয়ায় তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেপ্তার আরও এক জন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া:** হাড়োয়ার দাপুটে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ১, গ্রেপ্তার বেড়ে দাঁড়াল ২। শনিবার ভোর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা রায়দিঘি থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় সুরজিৎ বিশ্বাসকে। এর বাড়ি বসিরহাট কলেজপাড়া এলাকায়। এর বিরুদ্ধে এর আগেও খুন, রাজহানি, ছিনতাই, মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার লিখিত অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন থানায়। এই নিয়ে হাড়োয়ার তৃণমূল নেতা শেখ সাহেব আলি খুনের ঘটনায় দুই জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সুরজিৎকে এদিন বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। হাড়োয়ার তৃণমূল নেতা শেখ সাহেব আলি খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার অমৃত গাইনকে এর আগে বসিরহাট পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড থেকে চলতি মাসের ১৭ অগস্ট বৃহস্পতিবার ভোররাতে গ্রেপ্তার করেছিল হাড়োয়া থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশে বর্তমানে সে পুলিশি হেপাজতে রয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ১৩ তারিখ রবিবার হাড়োয়া থানার খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের সামলা গ্রামে দুষ্কৃতীদের গুলিতে নিহত হন খাসবালান্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের হাড়োয়া এক নম্বর ব্লকের খেত-মজুর সংগঠনের সভাপতি শেখ সাহেব আলি। ঘটনার পর থেকেই পুলিশি তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মতো। যার জেরেই এই গ্রেপ্তার বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সুরজিৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি থানায় এলাকায় আত্মগোপন করেছিল। তৃণমূল নেতা খুলে তার প্রত্যক্ষ মদত ছিল বলেই জানতে পেরেছে পুলিশ।

# বাঁশের সরঞ্জামের বিক্রিবাট্টায় ভাটা, চরম ভোগান্তি শিল্পীদের

**সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া**

শুশুনিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাগডিয়া গ্রামে বাস ২৫ থেকে ৩০টি মাহালি পরিবারের। যাঁদের পূর্বপুরুষ থেকে জীবিকা বাঁশের সরঞ্জাম বানানো। বাঁশের থালা, গ্লাস, মুকুট, পদ্ম ফুল, হাঁড়ি ছাড়াও বাঁশ দিয়ে ঘর সাজাবার জিনিসও তৈরি করেন এঁরা। গ্রামের বাঁশ বাগান থেকে বাস তুলে এনে বাঁশের কাজ করে সেই সরঞ্জাম অত্যন্ত স্বল্প দামে বিক্রি করে তাঁরা জীবনধারণ করে থাকেন। বর্তমানে তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিক্রি নেই এইসব বাঁশের দ্রব্যের। বাজার মূল্য যেখানে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে সেখানে লভ্যাংশ অনেকটাই কম। ফলে বিভিন্ন রকমের বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নিতে হচ্ছে বাঁশের সরঞ্জাম তৈরির শিল্পীদের। তবু আজও কয়েকটি পরিবার এখনও বাপ-ঠাকুরদার এই শিল্প ছাড়তে পারেনি, লেগে রয়েছেনএই শিল্পের সঙ্গেই। বাগডিয়া গ্রাম এতটাই প্রত্যন্ত যে সব পরিবারে এখনও বিদ্যুৎ পর্যন্ত পৌঁছায়নি।

গ্রামের প্রবীণশিল্পী শম্ভু মাহালি বলেন, 'আগে অল্প সল্প বিক্রিবাট্টা হত। আমরা সব রকমই বাঁশের দ্রব্য বানাই। তবে বর্তমানে অবস্থা খুবই খারাপ। বিকল্প বলতে মাঠে-ঘাটে কাজ করা ছাড়া আর উপায় নেই। দিনমজুরি করে সংসার চালাতে হচ্ছে।' বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছে এই শিল্প। মাঝেমধ্যেই নাকি বাঁশের শিল্পীদের নিয়ে কাজ করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং সরকারের সক্রিয়তা দেখা যায়, এমনটাই দাবি শিল্পীদের। তবে তারপরও এই শিল্প আজ প্রায় বিলুপ্তপ্রায়। ফলে এই ডুবতে থাকা শিল্পের কতটা পুনরুদ্ধার হবে, তা নিয়ে থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন।



# 'বিজেপি মানুষের দল নয়, সাম্প্রদায়িক দল'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হুগলি জেলার সদ্য দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া। তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকার নিলেন '**একদিন**' পত্রিকার প্রতিবেদক **মহেশ্বর চক্রবর্তী**।



**প্রশ্ন: আপনি কোন স্কুলে শিক্ষকতা করতেন?**

**উত্তর:** হুগলি জেলার সুনকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতাম। এটি পোলবা চক্রে অবস্থিত। ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে আমার খুবই ভালো লাগে।

**প্রশ্ন: আপনার রাজনৈতিক গুরু কে?**

**উত্তর:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত। সেই সঙ্গে হুগলি জেলার আমার যে সমস্ত উচ্চ লিডার আছে তাদের সবার সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক। এখানে পার্টিকুলার কোনও একজন আমার আদর্শ নয়। তবে রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব।

**প্রশ্ন: আপনার বিশেষ হবে কি আছে?**

**উত্তর:** আমার বিশেষ হবি বলতে ক্রিকেট ভালোবাসি। ফুটবলে মেসি ভক্ত। বাংলায় মোহনবাগানকে সাপোর্ট করি।

**প্রশ্ন:** দায়িত্ব নেওয়ার সময় উন্নয়নে কি কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

**উত্তর:** উন্নয়নের জন্য তো পরিকল্পনা নিতেই হবে। বহু কাজ হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারা বাংলাকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন। তবে হুগলি জেলায় সব কাজ হয়ে গিয়েছে, আর কোনও কাজ বাকি নেই। এরকম তো নয়। কিছু কিছু কাজ বাকি আছে। আমরা সেই জায়গায় নজর দেব। আপনারা হয়তো শুনেছেন, বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ওপর আমি গুরুত্ব দিচ্ছি।

**প্রশ্ন:** উন্নয়নে কি বিরোধী হিসেবে বিজেপি বাধা দিচ্ছে বলে আপনার মনে হচ্ছে?

**উত্তর:** দেখুন বিজেপি মানুষের দল নয়, সাম্প্রদায়িক দল। এরা জাতপাত নিয়ে রাজনীতি করে। মানুষের উন্নয়ন, মানুষ কি খাবে, মানুষ কি পড়বে, মানুষ কোথায় থাকবে, এইসব লক্ষ্য বিজেপির নেই। এসব সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য থাকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই বিজেপি বাধা দিলেও আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা মানুষের পাশে আছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত তথা বিশ্বের গর্ব। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুধু মানুষের কথা ভাবেন। মোদি দামি-দামি পোশাক পরে কেবল বিদেশে ঘুরে বেরাচ্ছেন।

**প্রশ্ন: সভাধিপতি হিসাবে সিঙ্গুর নিয়ে আপনার কি ভাবনা চিন্তা আছে?**

**উত্তর:** সিঙ্গুর নিয়ে আমাদের দিদিমণি ভাবছেন। উনার কাছ থেকে হুগলি জেলা পরিষদে যার নির্দেশ আসবে সেইভাবে হুগলি জেলা পরিষদ কাজ করবে।

**প্রশ্ন:** আরামবাগের বন্যা প্রতিরোধে কি ভাবছেন?

**উত্তর:** আরামবাগের বন্যা প্রতিরোধ নিয়ে আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যেই আরামবাগ মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে।


**শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১**

**সংশোধনী**

সিলভার আর্টস ম্যানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেডের ১৯.০৮.২০২৩ তারিখে প্রকাশিত এজিএম বিজ্ঞপ্তিতে এজিএমের তারিখটি বৃহস্পতিবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২ -এর পরিবর্তে শুক্রবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পড়তে হবে। ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঁক pnb punjab national bank

সার্কেল সস্ত্র : পূর্ব মেদিনীপুর
পো. তমলুক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর
পিন - ৭২১৬৩৬

**সংশোধনী**

উল্লেখ্য পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের দখল বিজ্ঞপ্তি যা ১৯.০৮.২০২৩ তারিখে এই সংবাদপত্রে সংস্করণে প্রকাশিত **ক্রম নং ২ এর খ) অধীনে ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম মেসার্স এটিএস এনার্জির পরিবর্তে মেসার্স এটিএস এন্টারপ্রাইজ** পড়তে হবে।
অন্যান্য তথ্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে, অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

**KRISHNANAGAR MUNICIPALITY**
**Krishnanagar, Nadia**
**No: 134/18-1 (A)23**
**Date: 18/08/2023**

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites Sealed Quotations from the Authorized Vendors/ Franchises for the Setup of Medicine Shop at Krishnanagar Municipality UPHC-1, (Ward No. 20, Chasa Para, Near New Bus Stand) Premises. **Criteria: A)** Maximum Discount in Branded Medicine for the Public. **B)** Submission of maximum amount every month in Municipality Fund.
Last date and time of submission of quotation's 31/08/2023 up to 3.00 P.M. The intending Bidders are requested to visit the office of the undersigned for details.

**Sd/- Chairman,**
**Krishnanagar Municipality**

**KRISHNANAGAR MUNICIPALITY**
**Krishnanagar, Nadia**
**RECRUITMENT NOTICE**
**No: 135/18-1 (A)23**
**Date: 18/08/2023**

Invites applications from Graduates with Computer Knowledge for post of Clerical Assistant on Contractual Basis under NUHM Programme at Health Department, Krishnanagar Municipality. For details contact Krishnanagar Municipality. Collection & submission of Application form and documents will be done within **31/08/2023 up to 3.00 P.M.** from Krishnanagar Municipality.

**Sd/- Chairman,**
**Krishnanagar Municipality**

কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২ সি, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং আরসি/৭০/২০২২
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা দ্বারা ০৭.০৮.২০২৩ **তারিখের অর্ডার** অনুসারে, নীচের বিবরণ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে-
**"কমবেশি ১৬.৫৮ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা- নবদ্বীপ, জেএল নং- ২০, এলআর দাগ নং- ১৪০১৩, এলআর খতিয়ান নং- ১৯৮৭৬, নবদ্বীপ পৌরসভার ওয়ার্ড নং-২২, এ অবস্থিত হোল্ডিং নং ২৫ এবং ২৬ ফাঁসিতলা ঘাট রোড, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২, ২০০৭ সালের দলিল নং ১৪০৬, আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে।"** পাবলিক অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে ই-অকশনের মাধ্যমে।
ইচ্ছুক ক্রেতাদের রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% বায়না অর্থ জমা করতে হবে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ই-অকশন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে উক্ত অর্থাঙ্ক সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪ টার মধ্যে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে, ব্যর্থ হলে বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রয়কারীকে নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল ৪১,৩০,০০০/- **টাকা (একচল্লিশ লাখ তিরিশ হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% বর্ধিত বিডের পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী ০৮.০৮.২০২৩ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **০৬.১০.২০২৩ তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ৩ মিনিট** সীমাহীন এক্সটেনশন সহ অনুষ্ঠিত হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট- **httpp://drt.auctiontiger.net**-তে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং ০৪.১০.২০২৩ তারিখে বা তার আগে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা প্রদেয় এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের আর্নেস্ট মানি এবং অফার সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
তবে নিলামের সময় নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না। অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা, যদি থাকে, লগইন করার জন্য পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ**: ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল: support@auctiontiger.net**।
আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net-** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, শ্রী সন্তোষ মাহাতো, মোবাইল নং ৭৯৮০৬০২৪৯১-এর সঙ্গে।

স্বা/-
এস. বিশ্বাস
রিকভারি অফিসার

**স্থান:** কলকাতা
**তারিখ:** ১৬.০৮.২০২৩

**পেবকো মোটরস লিমিটেড**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮এ, মোনালিসা, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৭
ই-মেল : ro@pebcomotors.com, ওয়েবসাইট : www.pebcomotors.com
**CIN: L67120WB1971PLC029802**

**৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধ -এর বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো যাচ্ছে পেবকো মোটরস লিমিটেডের ৫১তম (পঞ্চাশতম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার বেলা ১১.৩০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের (ওএভিএম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের নোটিশে বর্ণিত মত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য। ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের সমস্ত প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ("সেবি") (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ সহ পঠিত মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ("এমসিএ") কর্তৃক ইস্যুকৃত জেনারেল সার্কুলার নং ০২/২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ তৎসহ পঠিত সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার এবং সেবি (সম্মিলিতভাবে "প্রাসঙ্গিক সার্কুলার" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) -এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।
কোম্পানি ১৬ অগস্ট, ২০২৩ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছে:
(ক) যেসব সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরির সাথে নিবন্ধিত আছে তাদের বিশদ বিবরণ সহ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আর্থিক বছরের ২০২২-২৩ এর ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য ০৪ অগস্ট ২০২৩ তারিখের ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর সাথে নোটিশ পাঠানো সদস্যদের লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।
২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ("অ্যাক্ট") ৯১ ধারা অনুসারে এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশন্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ামেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪২ অনুসারে এতদ্দ্বারা আরও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার ও শেয়ার হস্তান্তর বই ০১ সেপ্টেম্বর, ২০২২৩ থেকে ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ (উভয় দিন-সহ) বন্ধ থাকবে কোম্পানির এজিএমের উদ্দেশ্যে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('দ্য অ্যাক্ট') এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রেগুলেশন, ২০১৫ দ্বারা সংশোধিত ও প্রতিস্থাপিত কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রেগুলেশন, ২০১৫ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাবদ্ধকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর বিধি ৪৪ দ্বারা সংশোধিত এবং প্রতিস্থাপিত, ইলেকট্রনিক উপায়ে ('রিমোট ই-ভোটিং') ৫১তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) পাস হওয়ার প্রস্তাবিত রেজুলেশনে সদস্যদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুবিধা দিতে পেরে কোম্পানি আনন্দিত। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অনলাইন ভোটদানের সুবিধাও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে এবং সভার তারিখের আগে তফসিল ভোটের সময়কালে ইতিমধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ভোটদানকারী সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ হিসাবে অনলাইন ভোটিংয়ের অধিকারী হবেন না। জুম সুবিধার মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে। সংস্থাটি রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্সি হিসাবে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (এর পরে 'সিডিএসএল' হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এর পরিষেবাগুলি নিযুক্ত করেছে। এই অ্যাক্ট ও রুলস -এর বিধান অনুসারে বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হল :
১. রিমোট ই-ভোটিং সময়টি ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে শুরু হয়ে ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ -এ শেষ হবে। এরপরে ভোটদানের জন্য সিডিএসএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি অক্ষম করা হবে।
২. কোম্পানির সদস্যরা শারীরিক আকারে বা ডিজিটালাইজড ফর্মের সাথে শেয়ারের মালিক, যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত উপকারী মালিকদের নিবন্ধে লিপিবদ্ধ থাকে।
৩. ৩১ অগস্ট, ২০২৩ কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ইলেক্ট্রনিক উপায়ে এজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি এজিএম-এ ভোটদানের অধিকারী হবে।
৪. এজিএম-এর নোটিশ প্রেরণের পরে শেয়ার কিনে নেওয়া এবং সদস্য হওয়া ব্যক্তি, তবে 'কাট-অফ ডেট'-এর আগে কোম্পানির রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট। লিমিটেড, ৮ম তল, কক্ষ নং ৭এ এবং ৭বি, ৩এ, অকল্যান্ড রোড, এলগিন, কলকাতা-৭০০০১৭ পশ্চিমবঙ্গ, টেলি নং. (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৭/৬৬১৮/৬৬১৯; ই-মেইল nichetechpl@nichetechpl.com-এর কাছ থেকে ই-ভোটদানের জন্য তাদের ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, সদস্য যদি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিডিএসএল-এর সাথে নিবন্ধিত থাকে তবে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য তার উপস্থিত ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
৫. এজিএমের নোটিশ এবং ২০২২-২৩ বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.pebcomotors.com এ এবং সিডিএসএল ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com এ উপলব্ধ
৬. রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিশদ নির্দেশাবলীর জন্য, সদস্যরা ৫১তম এজিএম-এর নোটিশে 'নোটস' বিভাগে দেখতে পারেন।
৭. যেসব সদস্য সভার আগে রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) জুমের এর মাধ্যমে সভায় যোগ দিতে পারেন তবে অনলাইনে ভোটদানের মাধ্যমে আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবে না।
৮. আপনার যদি ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে তবে আপনি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("এফএকিউ") এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি www.evotingindia.com এ উপলব্ধ পেতে পারেন এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে helpdesk.evoting@cdslindia.com তে ইমেল করুন।
৯. এজিএম চলাকালীন ই-ভোটদান এবং ভোটদানের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিটির জন্য সদস্যরা এজিএম নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী দেখতে পারেন এবং প্রশ্নাবলীর ক্ষেত্রে helpdesk.evoting@cdslindia.com তে ইমেল করতে পারেন। সদস্যরা আরও জানানো প্রশ্নসমূহ (এফএকিউ) এবং উল্লিখিত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে করতে পারেন। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে সদস্যরা দয়া করে সংস্থার সাথে ro@pebcomotors.com এ যোগাযোগ করতে পারেন বা মিসেস শিল্পা আগরওয়াল, কমপ্লায়েন্স অফিসার, ফোন, ০৬৫৭ ৬৬২১২০০; cs@pebcomotors.com।

**পেবকো মোটরস লিমিটেডের পক্ষে**
**স্বা/-**
**শিল্পা আগরওয়াল**
**কোম্পানি সেক্রেটারি**

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২০ অগস্ট, ২০২৩

কলকাতা ডেটস্ রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২ সি, জওহরলাল নেহরু রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং আরসি/২৫২/২০১৮
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
বনাম
বিকাশ চন্দ্র মুন্ডারী
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা দ্বারা **১০.০৮.২০২৩ তারিখের অর্ডার** অনুসারে, নীচের বিবরণ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করা হবে-
**"কমবেশি ৫ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা মৌজা- নবদ্বীপ, জেএল নং- ২০, এলআর দাগ নং- ১৪০৫৪, এলআর খতিয়ান নং- ১৯০১৮, নবদ্বীপ পৌরসভার ওয়ার্ড নং-২২, এ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫১ (পুরাতন)/ ৭০ (নতুন), পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৭ সালের দলিল নং-১-৭৯৯-এ আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে। সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তর- নবদ্বীপ অধিকারী ও মহাদেব হালদার, দক্ষিণ- শ্রীপদ সাহা, বন্দনা বিশ্বাস, সুনীল গোস্বামী, পূর্ব- পরিমল চন্দ্র অধিকারীর জমি এবং পশ্চিম- প্যাসেজ।"** পাবলিক অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে ই-অকশনের মাধ্যমে।
ইচ্ছুক ক্রেতাদের রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% বায়না অর্থ জমা করতে হবে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্কের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। ই-অকশন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে উক্ত অর্থাঙ্ক সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পরে বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪ টার মধ্যে, যদি পরের দিন ছুটি বা রবিবার হয় তবে ১ম কার্যদিবসে, ব্যর্থ হলে বায়না অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রয়কারীকে নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। সংরক্ষিত মূল্য যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **৩৪,৫৬,০০০/- টাকা (চৌত্রিশ লাখ ছাপান্ন হাজার টাকা)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% বর্ধিত বিডের পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী ১১.০৮.২০২৩ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **১১.১০.২০২৩ তারিখে বিকাল ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত ৩ মিনিট** সীমাহীন এক্সটেনশন সহ অনুষ্ঠিত হবে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের ওয়েবসাইট- **httpp://drt.auctiontiger.net**-তে। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং ০৯.১০.২০২৩ তারিখে বা তার আগে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা প্রদেয় এর অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে তাদের আর্নেস্ট মানি এবং অফার সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
তবে নিলামের সময় নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না। অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতার কাছে ই-নিলাম প্রদানকারী কোম্পানি দ্বারা, যদি থাকে, লগইন করার জন্য পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর বিবরণ**: ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লি., মোবাইল নং ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, ই-মেইল: support@auctiontiger.net**।
আগ্রহী দরদাতারা বিস্তারিত পদ্ধতি, শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোনো সহায়তা/সাহায্যের জন্য ওয়েবসাইট- **http://drt.auctiontiger.net-** দেখতে পারেন। পরিদর্শন এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, সুমন মন্ডল, মোবাইল নং ৯৮৩০০৬৬৫৯৪, ই-মেইল: **sumanmandal11739@gmail.com**-এর সঙ্গে।

স্বা/-
এস. বিশ্বাস
রিকভারি অফিসার

**স্থান:** কলকাতা
**তারিখ:** ১৬.০৮.২০২৩

**বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ**
**হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN : U15490UP2014PTC065749**
**রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য়তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩**
**ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১**

**কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়**
**(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)**
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : **৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকেল ৫ টার মধ্যে**
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : **২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকেল ৫টার মধ্যে**
**নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৫ মধ্যে**
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে "যেখানে যেমন আছে ", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং " কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) মাধ্যমে।

| ক্রম নং | সম্পদের বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | ইএমডি (আইএনআর) | ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে। | ১২,০৭,৩৭,৭৪০ টাকা | ৫০,০০,০০০ টাকা | ৫,০০,০০০ টাকা |

**সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ০৭.০৯.২০২৩ থেকে ১৭.০৯.২০২৩ ( সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)**
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে https://www.nesl.co.in এবং https://hansrajagrofresh.com থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাকিলের শেষ তারিখ ২০.০৯.২০২৩ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে বিকেল ৩ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ২৩.০৯.২০২৩ তারিখে।

স্বা/-
**দেব ব্রত রানা**
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি
হরি সিং মার্কেট, হরদোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com, মোবাইল : ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

**তারিখ : ২০.০৮.২০২৩**
**স্থান : রুরকি**

Ekdin_Page_6_20082023_P-7-AMAR BANGLA-120917.qxd 8/19/2023 10:28 PM Page 1



# যাদবপুরের ঘটনায় শিক্ষা

## বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারিভাবে পদক্ষেপ

**নিজস্ব প্রতিবেদন পূর্ব বর্ধমান:** বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নানা পদক্ষেপ করা হল সরকারিভাবে। যাদবপুরের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়েই অবশেষে নড়েচড়ে বসল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলিতে সিসিটিভি বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য আশিস পানিগ্রাহী।

তিনি জানিয়েছেন প্রত্যেক হস্টেলের প্রত্যেক রুমে নম্বরিং করা থাকবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১১টি হস্টেল আছেও বলে জানান তিনি। তিনি জানান, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে হস্টেল বণ্টনের সিদ্ধান্ত ও নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, যাতে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যাগিং না করা হয়। বহিরাগত প্রবেশ রুখতে প্রতি হস্টেলের প্রতিটি রুমের নম্বরিং করা হবে। পাশাপাশি রুমগুলিতে কোন কোন ছাত্র রয়েছে, তার তালিকা তৈরি করা হবে। সেই তালিকা নোটিস বোর্ডে লাগানো হবে। সেই তালিকা হস্টেলের স্টুয়ার্ড, সুপার ও নিরাপত্তারক্ষীদের কাছেও থাকবে। সেই তালিকার বাইরে কারা হস্টেলগুলিতে ঢুকছে আর বেরচ্ছে, তা সময় সহ নথিভুক্ত করা হবে রেজিস্ট্রার বুকে। সেই সঙ্গে র‍্যাগিং প্রতিরোধ এবং সিনিয়র ও সুপার সিনিয়রদের দাপট কমাতে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সম্পূর্ণ আলাদা হস্টেলে রাখার ব্যবস্থা করছে কর্তৃপক্ষ।

বৃহস্পতিবার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য আশিষ পাণিগ্রাহীর সভাপতিত্বে তড়িঘড়ি একটি বৈঠক ডাকা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ঘটনার জেরে। সেই বৈঠকেই এই সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমটাই জানিয়েছেন সহ উপাচার্য আশিষ পাণিগ্রাহী।

# প্রতিবেশীর গোবর গ্যাসের ট্যাঙ্কে উদ্ধার নিখোঁজ বধূর নলিকাটা দেহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** বাড়িতেই পুত্রবধূর গলার নলি কেটে খুন করে প্রমাণ লোপাট করতে প্রতিবেশীর গোবর গ্যাসের ট্যাঙ্কে দেহ ভরে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুর শাশুড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনায় প্রত্যক্ষ যোগসাজশের অভিযোগ উঠেছে বধূর স্বামীর বিরুদ্ধেও। নৃশংস এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার শালতোড়া থানার ঢেকিয়া গ্রামে। ঘটনায় পুলিশ ওই গোবর গ্যাসের ট্যাঙ্ক থেকে গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি শ্বশুর, শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে। আটক করা হয়েছে স্বামীকেও।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। ওই দিন আচমকাই শালতোড়া থানার ঢেকিয়া গ্রামে নিজের শ্বশুরবাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যান মোনালিসা ঘটক নামের এক গৃহবধূ। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর শুক্রবার মোনালিসার স্বামী কাজু ঘটক তাঁর স্ত্রীর বাবা ও মাকে সঙ্গে নিয়ে শালতোড়া থানায় হাজির হয়ে অভিযোগ জানান স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে। স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাবা সুজিত ঘটক ও মা ইতু ঘটককও নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে বলে পুলিশকে জানান কাজু। সেই সময়ই মোনালিসার বাপের বাড়ির লোকজন পুলিশকে অভিযোগ জানান পণের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই শ্বশুর শাশুড়ি মেয়ের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছিলেন বলে। তার সঙ্গে এই নিখোঁজের সম্পর্ক থাকতে পারে এমন তথ্যও পুলিশকে জানান মোনালিসার বাবা ও মা।

ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমেই মোনালিসার শ্বশুর শাশুড়ির খোঁজ শুরু করে পুলিশ। দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় মোনালিসার স্বামী কাজু ঘটককেও। শেষ পর্যন্ত বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ জানতে পারে, মৃতার শ্বশুর শাশুড়ি বিষ্ণুপুর থানার হিংজুড়ি গ্রামে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন। সেখানে হানা দিয়ে নিখোঁজ বধূর শ্বশুর শাশুড়িকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে নিখোঁজ বধূর শ্বশুর, শাশুড়ি ভেঙে পড়ে সব জানান। এরপরই পুলিশ ঢেকিয়া গ্রামে হানা দিয়ে মৃতার প্রতিবেশীর গোবর গ্যাসের একটি ট্যাঙ্ক থেকে দেহ উদ্ধার করে। শনিবার দেহটি ময়না তদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠানোর পাশাপাশি ধৃত শ্বশুর সুজিত ঘটক ও শাশুড়ি ইতু ঘটককে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতা মোনালিসা বছর ছয়েক আগে শালতোড়ার বিষজোড় গ্রামের এক যুবককে ভালোবেসে বিয়ে করেন। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী ঢেকিয়া গ্রামের কাজু ঘটকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে তাঁকে বিয়ে করে তাঁর বাড়িতেই থাকতে শুরু করেন। খুনের মোটিভ জানার চেষ্টা চালানোর পাশাপাশি এই খুনের পিছনে বধূর স্বামীর কী ভূমিকা ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, স্বামী কাজু ঘটকের প্রত্যক্ষ মদত ও যোগসাজশেই এই ঘটনা ঘটিয়েছেন শ্বশুর শাশুড়ি। গোটা ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

## ভীমরুলের কামড়ে মৃত্যু এক বৃদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা:** ভীমরুলের কামড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃতার নাম শিবুবালা দাস(৬৫)। ঘটনাটি ঘটেছে জিরাট উত্তর গোপালপুর এলাকায়।

জানা গিয়েছে, গত বুধবার বাঁশ বাগানে রান্নার জন্য বাঁশের কঞ্চি আনতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা। এমন সময় বাঁশ বাগানের মধ্যে ওই ভীমরুলের চাঁকে বাঁশের কঞ্চি লাগতেই ওই বৃদ্ধাকে বেশ কয়েকটি ভীমরুল কামড়ায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই বৃদ্ধাকে প্রথমে জিরাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁকে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শনিবার সকালে কালনা হাসপাতালেই মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধার। কালনা হাসপাতালে ওই বৃদ্ধার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ পাঠানো হয়।

## অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** প্রেমিকের বাড়ি থেকে অন্তঃসত্ত্বা প্রেমিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘরে চাঞ্চল্য ছড়ালো উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের মাটিয়া থানার শ্রীনগর মাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাটিয়া থানার তেঁতুলতলা এলাকায় বছর ৩২ এর রাইমা খাতুন সঙ্গে প্রতিবেশী যুবক হাবিব মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘদিন ভালোবাসা, প্রেম প্রণয়ণের সম্পর্ক ছিল। একাধিকবার মেলামেশা হয়, ওই প্রেমিকা প্রেমিককে বিয়ের জন্য চাপ দিতে থাকে। এর মধ্যেই যুবতীর তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। বছর ৪৪ এর হাবিবের সঙ্গে তার দীর্ঘদিন ধরে প্রেম ভালোবাসা হয়। এরপর দুই পরিবারের মধ্য বিয়ের জন্য কথাবার্তা চলছিল। শুক্রবার দুপুরে প্রেমিক হাবিব তার প্রেমিকাকে ডেকে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপর রাতে রান্নাঘরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো অবস্থায় পাওয়া যায় রাইমাকে। রাইমার পরিবারের দাবি হাবিব, তার মা ও বোন মিলে আগে রাইমাকে মেরে ফেলে, তারপর তাকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, রাইমাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে হাবিব ও তার পরিবার।

# নামখানা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নানা কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা

## ব্লকের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের দিলেন সংবর্ধনা ও বৃত্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় ভাঙন বিধ্বস্ত ঘোড়ামারা দ্বীপের ৩০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি এদিন নামখানা থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন। সাগরের ধসপাড়া, সুমতিনগর দুই অঞ্চলে সাগর ব্লক প্রশাসন ও সাগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বৃহৎ পোল্ট্রি ফার্মের সূচনা করেন তিনি। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল। এছাড়া তিনি এদিন নামখানায় রিলিফ গোডাউন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ও আর্থিক সহযোগিতায় এই রিলিফ গোডাউন তৈরি হবে। এই রিলিফ গোডাউন তৈরি করতে খরচ হবে ১৮ লক্ষ টাকা। এদিন রিলিফ গোডাউন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি তথা গঙ্গাসাগর বকখালি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মালী, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রিঙ্কু দাস জানা, বিশিষ্ট সমাজসেবী ধীরেন কুমার দাশ প্রমুখ।

অন্যদিকে, তিনি নামখানা ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিধায়ক সাম্মানিক থেকে ২০০০ টাকা করে প্রত্যেককে বৃত্তি প্রদান করা হয়। এদিন মাধ্যমিকের ১৫ জন ও উচ্চ মাধ্যমিকের ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, নামখানা ব্লকের মোট ৩৫ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন ও বৃত্তি প্রদান করা হল। এইসব ছাত্র-ছাত্রী আগামীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করি।

# লটারি কেটে কোটিপতি হলেন তুলসিবেড়িয়ার ভোলানাথ সামন্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, তুলসিবেড়িয়া:** লটারি কেটে রাতারাতি কোটিপতি হাওড়ার তুলসিবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিরামপুর সামন্ত পাড়ার বাসিন্দা ভোলানাথ সামন্ত। জানা গিয়েছে, গত ১৭ অগস্ট তিনি দিঘায় পর্যটকদের নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান সেখানে অন্যান্য পর্যটকরা নেমে গেলেও তিনি পাশে থাকা এক লটারির দোকান থেকে ৩০০ টাকা লটারি কেনেন। আর তাতেই খুলে যায় ভোলানাথের ভাগ্য। পেশায় ছোটখাটো ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী ভোলানাথ মাত্র সাড়ে ৩০০ টাকার লটারির টিকিট কেটে কোটিপতি হবেন একথা কখনো ও ভাবেননি। ভোলানাথ বাবু জানিয়েছেন, নিছকই শখের বসে মাঝে মধ্যে লটারির টিকিট কাটেন। কখনো কখনো পাঁচশো হাজার টাকা লেগেও গিয়েছে। কিন্তু কখনোই একসঙ্গে এক কোটি টাকা পাননি তিনি। খবরটা চাউর হতে সময় লাগেনি বেশিক্ষণ। এখন রীতিমতো হাওড়া তুলসিবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অভিরামপুর সামন্ত পাড়ার ভোলানাথ সামন্ত বাড়ি মানুষজন যাতায়াত করছে। ভোলানাথ বাবুর স্ত্রী সুমিত্রা দেবী জানান,কোটি টাকা পাওয়ার পরেও বলব লটারি টিকিট যেন না কাটে। তবে এই মুহূর্তে সামান্য এক ছোট ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী যিনি গাড়িতে করে পর্যটকদের এখানে ওখানে পৌঁছে দেন সেই ভোলানাথ সামন্তর বাড়ি রীতিমতো সেলিব্রিটি এলাকার মর্যাদা পাচ্ছে। যদিও বাড়ি যাওয়ার সামান্য রাস্তাটুকুতে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছয়নি এখনো। আর এই নিয়ে এলাকায় ক্ষোভ রয়েছে বলে জানান ভোলানাথ বাবুর সম্পর্কিত বউমা শিউলি সামন্ত। কি করবেন এই টাকা নিয়ে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভোলানাথ বাবু জানান, এত টাকা পেয়েছি শুনেই হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। যা করব পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করেই করব।

# খড়গপুর আইআইটির ৭৩ তম বর্ষ উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর:** শনিবার খড়গপুর আইআইটির ৭৩ তম বর্ষে পদার্পনের দিনটি উদযাপন করতে সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষে স্বামীনারায়ণ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান মহামহোপাধ্যায় ভদ্রেশদাস স্বামী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশ সরকারের মুখ্য সচিব দুর্গাশঙ্কর মিশ্র, এবং টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের ডিরেক্টর ডাঃ পি অরুণ। প্রধান ভবনে জাতীয় পতাকা ও ইনস্টিটিউটের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে এদিনের কর্মসূচি শুরু হয়। চেয়ার প্রফেসর অ্যাওয়ার্ডস, গীতিন্দ্র শরণ সান্যাল ফ্যাকাল্টি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস, ইয়াং অ্যালামনাই অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ডস, স্টাফ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস দেওয়ার পাশাপাশি ২৫ বছরের চাকরি সম্পন্ন করা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সম্মানিত করা হয়। উদ্ভাবন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, গবেষণা, সম্প্রদায় কল্যাণ, নেতৃত্ব, উদ্যোক্তা, সামাজিক প্রভাব,

জাতি গঠন, জাতীয় স্বার্থ এবং পেশাদার কৃতিত্বে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আইআইটি খড়গপুরের ২৬ জন তরুণ প্রাক্তন ছাত্রকে ইয়াং অ্যালামনাই অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। মোট ৫ জন অধ্যাপককে ফ্যাকাল্টি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড, একটি ইনস্টিটিউট চেয়ার প্রফেসর অ্যাওয়ার্ড সহ ৩২টি স্টাফ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে নিরবিচ্ছিন্ন ২৫ বছরের সেবার জন্য মোট ২৫ জনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

# মনসা পুজোর শেষ দিনে অঘোষিত বন্‌ধ পালিত হল পুরুলিয়া জেলাজুড়ে

**আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ● পুরুলিয়া**

শনিবার মনসা পুজোর শেষ দিনে পুরুলিয়ার জঙ্গলমহল সহ প্রায় গোটা জেলার অঘোষিত বন্‌ধ পালিত হল। শনিবার ভাদ্রের পয়লাদিন, এদিন ছিল মনসা পুজোর শেষদিন অর্থাৎ পান্না। তাই ভাদ্রের পয়লা দিনে পুরুলিয়া আসবেন না। এমন সাবধান বাণী কোথাও অবশ্য লেখা নেই। করোনার জন্য লকডাউন এদিন তাও নয়। পয়লা ভাদ্র পুরুলিয়া এলে মাওবাদীরা অপহরণ করবে এমনও ভয় নেই। সমস্যা হল ভাদ্রের প্রথম দিনে পুরুলিয়ায় দোকান পাট খোলা পাবেন না। এদিন জেলার বার্ষিক বনধের দিন। কোনও রাজনৈতিক দল বা কোন গণ সংগঠন এদিন বন্‌ধ ডাকে না। উৎসবমুখোর পুরুলিয়া এদিন শহরমুখো হয় না। তাই শহরের দোকানের ঝাঁপ খোলে না। পয়লা ভাদ্র মনসা পুজোর 'পার্বণ'। বলি দেওয়া হাঁস কিংবা পাঠার মাংস দিয়ে ভাত খেয়ে এদিন শুধুই বিশ্রাম। সুতরাং শুনশান পথঘাট বনধের চেহারা নেয় জেলায়। তাই এই উৎসবের শনিবার শেষদিন অর্থাৎ পার্বণ। শুক্রবার ছিল পুজো। শুক্রবার গভীর রাতে দেবীর চরণে হাঁস কিংবা পাঠা (ছাগল) নিবেদন করেন পুরুলিয়ার মানুষ। প্রায় দেড় লক্ষ

হাঁস বলি হয় পুরুলিয়ার মনসা পুজোয়। তাই পুজোর বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই হাঁসের যোগান দিতে বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি মেদিনীপুর এমনকী ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড থেকেও ঝাঁপিবন্দি হয়ে পুরুলিয়ায় হাঁস এসেছে হাজারে হাজারে। আদিবাসী এবং মাহাতো প্রধান পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে দুর্গাপুজা সার্বজনীন উৎসব নয়। এখানে উৎসব হল মনসাপুজো, ভাদু, টুসু, করম পরব। সাঁওতালদের উৎসব বাঁদনা। মাহাতদের করম। অরণ্য অধ্যুষিত পুরুলিয়ায় মনসা পুজোর অন্য এক গুরুত্ব আছে। সে প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে। অযোধ্যা পাহাড় থেকে বান্দোয়ান জঙ্গলমহলে রয়েছে অসংখ্য সাপ। ফি বছর এখানে সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সাপের ভয়ে মানুষ সর্পদেবী মনসার কাছে মানত করে। প্রতি গ্রামে তাই একাধিক মনসার মূর্তি তৈরি করে মনসা পুজো হয়। ঝালদা থানার তুলিন এলাকার ব্রাহ্মণ পুরোহিত সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তীর মতে, মনসা পুজোর জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ হল, এই পুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে না। অব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই মনসার পুজো করেন। পুজোর দিনে অনেকেই উপোস করে থাকেন। সারারাত মনসা মন্দিরে চলে 'মনসা-মঙ্গল' গান। কোথাও কোথাও এদিন সাপ নিয়ে ঝাঁপান উৎসব হয়। মূলত বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ এই ঝাঁপান করে থাকে। রঘুনাথপুর থানার চেলিয়ামা গ্রামের বাসিন্দা মনবোধ বেদে বলেছেন, বেদেরা মনসার মানসপুত্র। তাই শেষ বর্ষায় এই সময় সমস্ত বেদে পরিবারে সাপ থাকবেই। শ্রাবণ মাসে গ্রামে গ্রামে সাপ দেখিয়ে তাঁরা ভিক্ষে করেন। সেই ভিক্ষের এক অংশ জমা রাখা হয় মনসা পুজোর জন্য।

# নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ায় স্কুল প্রাঙ্গণে জল জমার অভিযোগ

**সুজিত ভট্টাচার্য ● কাঁকসা**

স্কুলের নিকাশিনালা সাফাই না হওয়ার অভিযোগ। যার কারণে গত কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টির ফলে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমেছে বৃষ্টির জল। তার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পাশেই রয়েছে একটি পুকুর। সেই পুকুরের জল নিষ্কাশন না হয়ে তা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমে যাওয়ায় জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে গোটা চত্বর। ঘটনাটি পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের।

জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের মধ্যে অবস্থিত প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ছাড়তে এসে বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, গোটা বিদ্যালয় চত্বরে জল জমে যাওয়ার কারণে মশার উপদ্রব বেড়েছে। যার ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া সহ নানা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিদ্যালয় চলাকালীন স্কুলের মধ্যে সাপ, ব্যাঙ সহ পোকামাকড় ভেতরে ঢুকে পড়ছে। গোটা বিদ্যালয় চত্বরে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। আরও অভিযোগ, এই বিষয়ে অভিভাবকরা প্রাইমারি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে গেলে, তারা স্পষ্ট জানায় যেহেতু প্রাইমারি স্কুল হাইস্কুলের অধীনে রয়েছে, সেই কারণে বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হাইস্কুলের। অভিভাবকরা বিষয়টি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছেন।

অভিভাবকদের দাবি, বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থার কথা তাঁরা বহুবার অভিযোগ জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই

আতঙ্কের মধ্যেই বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশ করতে হচ্ছে। যেহেতু পরীক্ষা চলছে, তাই পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন অবিভাবকরা। আগামী দিনে একই অবস্থা থেকে গেলে বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের পাঠাবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অভিভাবকরা।

ঘটনার কথা জানতে পেরে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমনা সাহা। তিনি জানিয়েছেন ,এই বিষয়ে ওই এলাকার যিনি পঞ্চায়েত সদস্য আছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে গোটা বিষয়ের রিপোর্ট নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করাবেন।

## মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রিষড়া সেবা সদন নতুন বছরের শুরুতে চালু হতে চলেছে, পরিদর্শনে উচ্চ প্রতিনিধি দল

**বনস্পতি দে ● রিষড়া**

আবার আগের মতো নতুন ভাবে ফিরে আসছে রিষড়া সেবা সদন। প্রায় ১২ বছর বন্ধ থাকার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে নতুন বছরের শুরু থেকেই রিষড়া সেবা সদন তার কাজ শুরু করবে। অর্থাৎ জনগণের জন্য চালু হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষ জন আবার চিকিৎসা পরিষেবা পুনরায় ফিরে পাবে তাদের প্রিয় রিষড়া সেবা সদন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক উচ্চ প্রতিনিধি দল রিষড়া সেবা সদন পরিদর্শন করেন। এই উচ্চ প্রতিনিধি দলে আছেন জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিরা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা কেএমডিএ'র প্রতিনিধি, রিষড়া পুরসভার প্রতিনিধিরা এবং সব বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা। তারা এই সেবাসদন ভালো করে ঘুরে দেখেন কি কি সমস্যা আছে সব নোট করে নেন। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের উপস্বাস্থ্যকর্তা মুস্তাফি সাহেব জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক প্রতিনিধি দল রিষড়া সেবা সদন ঘুরে দেখে এবং এই সেবা সদনে সাধারণ মানুষ নতুন বছরের শুরু থেকে ভালো করে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে, প্রথমে আউটডোর চালু হবে সেই সঙ্গে থাকবে আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন, এক্সরে করতে পারবেন সাধারণ মানুষ ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি এবং এর সঙ্গে ইনডোর চিকিৎসা হবে।

Ekdin_Page_7_20082023_P-7-AMAR BANGLA-120917.qxd 8/19/2023 9:20 PM Page 1



# মণিপুরে জি-২০ সম্মেলন আয়োজন করার চ্যালেঞ্জ অখিলেশ যাদবের

**লখনউ, ১৯ অগস্ট:** কেন্দ্র দাবি করেছে মণিপুর স্বাভাবিক হওয়ার পথে এগোচ্ছে। কিন্তু তাহলে জি-২০'র কোনও অনুষ্ঠান কেন এখানে আয়োজিত হল না। এমনই প্রশ্ন তুলে বিজেপিকে তোপ দাগলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অখিলেশ। সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'উত্তরপ্রদেশ কিংবা দেশের নানা প্রান্তে জি-২০ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু কেন মণিপুরে কোনও অনুষ্ঠান হল না? বিজেপির উচিত ওখানে কোনও অনুষ্ঠান আয়োজন করে বিশ্বকে দেখিয়ে দেওয়া, ওখানে কোনও সমস্যা নেই।' পাশাপাশি তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি এই ধরনের অনুষ্ঠান থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে। কাজেই দলের উচিত এটা স্পনসর করা। কেন সরকার, মানুষের করের টাকায় এসব হবে?'

এদিকে বিরোধীদের মোদির 'ঘমন্ডিয়া' তোপের পালটা দিয়েছেন অখিলেশ। তাঁর তোপ, 'যিনি 'ইন্ডিয়া'কে 'ঘমন্ডিয়া বলছেন তিনি নিজে অহংকারী।' তাঁর 'পরামর্শ', 'বিজেপির উচিত নিজেদের দোষগুলো লুকনোর চেষ্টা না করা। দেশের সবচেয়ে বড় পরিবারবাদ পার্টি হল বিজেপি।'

# ডিবুস্টিং প্রক্রিয়ায় ল্যান্ডার থাকবে স্বয়ংক্রিয় মোডে

## জানালেন প্রাক্তন ইসরো প্রধান

**শ্রীহরিকোটা, ১৯ অগস্ট:** ভারতবাসীর নজর এখন চন্দ্রযান-৩-এর দিকেই। আর এই চন্দ্রযান ৩ নিয়ে এবার মুখ খুলতে দেখা গেল প্রাক্তন ইসরো প্রধানকে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের ল্যান্ডার 'বিক্রম'-এর ডিবুস্টিং কৌশল শুরু হলে, ল্যান্ডারটি 'স্বয়ংক্রিয় মোডে' থাকবে। ডেটার উপর ভিত্তি করে এবং নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে যে কীভাবে এর কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে সেন্সর এবং অন্যান্য সিস্টেমে এমন কিছু বিষয় থাকে যেগুলি ল্যান্ডারের সিস্টেমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনুসারে কাজ করতে অনুমতি দেয়। চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার 'বিক্রম' শুক্রবার বিকেল ৪টের সময় সফলভাবে একটি ডিবুস্টিং কৌশল সম্পন্ন করে। বৃহস্পতিবার প্রোপালশন মডিউল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে ল্যান্ডারটি।

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ইসরো প্রধান কে সিভান জানান, ল্যান্ডারটি যখন কক্ষপথ থেকে তার অবতরণ স্থল বাছাই করবে তখন এটির বেগ থাকবে প্রতি সেকেন্ডে ২ কিলোমিটার। চাঁদের পৃষ্ঠ স্পর্শ করার সময় এই গতি নামিয়ে আনতে হবে শূন্যতে। অর্থাৎ, সেই সময় একেবারে থিতু হবে ল্যান্ডারটি। এই প্রসঙ্গে তিনি এও মনে করিয়ে দেন, 'গোটা প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।'

সঙ্গে এও জানান, 'ল্যান্ডারটি চন্দ্রপৃষ্ঠ ছোঁয়ার পর চাঁদের ধুলো উড়বে। ধুলো ঝড় শেষ হলে 'প্রজ্ঞান' রোভারটি বেরিয়ে আসবে ল্যান্ডারের ভিতর থেকে। একটি শক্তিশালী সিস্টেম তৈরি করতে চন্দ্রযান -২ মিশনের সমস্ত ত্রুটিগুলিকে মাথায় রেখে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। মহাকাশযানের অবস্থা যাই হোক না

কেন সাফল্য নিশ্চিত। প্রোপালশন, কন্ট্রোল সিস্টেমগুলিকে আপগ্রেড করা হয়েছে। অতিরিক্ত সেন্সর যোগ করা হয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন ইসরো প্রধান এও জানান, 'ছায়াযুক্ত অঞ্চল চাঁদের দক্ষিণ মেরু। এখনও পর্যন্ত এই অঞ্চল অনাবিষ্কৃত। আশা করা হচ্ছে এই অঞ্চলেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন তথ্য আবিষ্কার হবে। শুধু তাই নয়, 'নতুন বিজ্ঞান' শুধুমাত্র ভারতের জন্যই কার্যকর হবে না, অন্যান্য দেশগুলি তাদের নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। উপকৃত হবে গোটা বিশ্ব।'

এদিকে ইসরো সূত্রে খবর, প্রোপালশন মডিউল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরপরই বিক্রম ল্যান্ডারে থাকা ক্যামেরা ছবি তোলে চাঁদের পৃষ্ঠের। ছবিগুলিতে চাঁদের পৃষ্ঠে বড় বড় গর্ত স্পষ্ট। 'বিক্রম' ল্যান্ডারের সব সিস্টেমগুলি এখনও পর্যন্ত সঠিক ভাবে কাজ করছে।

একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, আগামী বুধবার ২৩ অগস্ট ল্যান্ডার 'বিক্রম' চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। চাঁদে অবতরণ করার পরে, রোভারটি চাঁদের পৃষ্ঠের গঠন এবং উপাদান সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করবে, বিস্তৃত গবেষণার পথ প্রশস্ত করবে।

# দেশে জন ধন অ্যাকাউন্ট পেরিয়েছে ৫০ কোটি

## উচ্ছ্বসিত মোদি

**নয়াদিল্লি, ১৯ অগস্ট:** গত ৯ বছরে জন ধন অ্যাকাউন্ট টপকে গিয়েছে ৫০ কোটির গণ্ডি। এই পদক্ষেপকে 'গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক' বলে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটারে উচ্ছ্বসিত মোদি।

তিনি এই যোজনা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, 'এটা দেখে আনন্দ হচ্ছে যে, এই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলির অর্ধেকেরও বেশি আমাদের নারী শক্তির অন্তর্গত। গ্রামীণ এবং আধা-শহর এলাকায় ৬৭ শতাংশ অ্যাকাউন্ট খোলার সঙ্গে, আমরা এটাও নিশ্চিত করছি যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুবিধাগুলি আমাদের দেশের প্রতিটি কোনায় পৌঁছেছে।'

অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে, ৯ অগস্ট পর্যন্ত যা পরিসংখ্যান, তাতে দেখা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই জনধন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা পেরিয়ে গিয়েছে ৫০ কোটি। সব অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে জমা রয়েছে ২.০৩ লক্ষ কোটি টাকা। অ্যাকাউন্ট পিছু গড়পড়তা ব্যালান্স ৪ হাজার ৭৬ টাকা। সব মিলিয়ে ৫৫টি জন ধন যোজনা অ্যাকাউন্ট 'ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে'র সুবিধা পাচ্ছে। এই অ্যাকাউন্ট দেশের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় বিরাট পরিবর্তন এনেছে বলেই দাবি কেন্দ্রের।

## সিধু মুসেওয়ালা খুনের ঘটনায় পাক যোগের তত্ত্ব

**লখনউ, ১৯ অগস্ট:** গায়ক-রাজনীতিবিদ সিধু মুসেওয়ালা খুনের ঘটনায় এবার সামনে এল পাক যোগের তত্ত্ব। সূত্রে এ খবরও মিলছে, এই খুনের পরিকল্পনা উত্তরপ্রদেশে। আর এই খুনের সময় ব্যবহৃত অস্ত্র এসেতে পাকিস্তান থেকে এমনটাই দাবি তদন্তকারীদের। এরই পাশাপাশি মুসেওয়ালা খুনে জড়িতদের বেশ কয়েকটি ছবিও সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে।

তাতে দেখা গিয়েছে খুনের বেশ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত অভিযুক্তরা অযোধ্যা ও লখনউতে ঘুরে বেড়িয়েছে। সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে, যে মুসেওয়াল খুনে যাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাদেরও। সূত্রের এ খবরও মিলছে, বিষ্ণোই গ্যাংয়ের শার্পশুটার হিসেবে পরিচিত শচিন বিষ্ণোই, শচিন ভিওয়ানি এবং কপিল পণ্ডিতের দেখা মিলেছে এই ছবিগুলোতে।

# মহারাষ্ট্রে তিন দিনে ৫ কৃষকের আত্মহত্যা ঘিরে শোরগোল

**মুম্বই, ১৯ অগস্ট:** তিন দিনে পাঁচ কৃষকের রহস্যমৃত্যু ঘিরে শোরগোল মহারাষ্ট্রে। আর্থিক অনটনে ওই কৃষকরা আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি রাজ্যের এক সমাজকর্মীর। লালকেল্লায় যেদিন দেশের অগ্রগতি নিয়ে সগর্ব ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সেই ১৫ অগস্টেও কৃষক-মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। যদিও এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

সমাজকর্মী কিশোর তিওয়ারি একের পর এক কৃষকের মৃত্যু নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ অগস্ট দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের নাম নামদেও ওয়াঘমারে এবং রামরাও রাঠোর। উভয়েই আর্থিক অনটনে আত্মহত্যা করেন বলে দাবি। ১৪ অগস্ট উদ্ধার করা হয় কার্নু কিনাকে এবং শালু পাওয়ার নামে আরও দুই কৃষকের দেহ। অন্যদিকে স্বাধীনতা দিবসে উদ্ধার হয় মনোজ রাঠোর নামে আরও এক কৃষকের দেহ। তিনি গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

তিন দিনের পাঁচ কৃষকের মৃত্যু নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রে। কিশোর তিওয়ারি দাবি করেছেন, চলতি বছরে বিদর্ভে এখনও পর্যন্ত ১৫৬৫ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। এমন দাবিতে মুখ পুড়েছে শিন্ডেসেনা-বিজেপি সরকারের। ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতর শুরু হয়েছে।

# ইমরানকে বিষ প্রয়োগ করে মেরে ফেলার আশঙ্কা প্রকাশ তাঁর স্ত্রীয়ের

**ইসলামাবাদ, ১৯ অগস্ট:** জেলবন্দি রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ডের সাজা শোনানো হয়। একইসঙ্গে এক লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে তাঁকে। এর সঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হয়েছে আগামী পাঁচ বছর নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না তিনি।

এদিকে কয়েকদিন আগেই প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যে জেলের নোংরা সেলে থাকতে পারছেন না তিনি। এবার সেই একই সুর শোনা গেল তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির গলাতেও। তিনিও ইমরানের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বুশরা বিবিও আশঙ্কা করছেন, জেলে ইমরান খানকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হতে পারে। এদিকে সূত্রে খবর, ইমরান খানের স্ত্রী বুশরা বিবি পঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রসচিবকে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে তিনি আটক জেলে বন্দি ইমরানের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে লেখেন জেলে ইমরানকে খুনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সঙ্গে আর্জি জানান, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের প্রধানের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁকে যেন রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেলে স্থানান্তর করা হয়। সূত্রে এ খবরও মিলছে, চিঠিতে তিনি অনুযোগ জানিয়েছেন, 'আমার স্বামীকে বিনা

কোনও ব্যাখ্যায় আটক জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, আমার স্বামীকে আদিয়ালা জেলে স্থানান্তর করা উচিত।' সঙ্গে তিনি এ আর্জিও জানিয়েছেন, ইমরান খানের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে বিচার করে তাঁকে জেলে অন্তত বি-ক্লাস পরিষেবা দেওয়া উচিত। ইমরান অক্সফোর্ড থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট টিমেরও ক্যাপ্টেন ছিলেন তা মনে রাখা উচিত।

প্রসঙ্গত, চলতি অগস্ট মাসের ৫ তারিখ তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ২০১৮ থেকে ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইমরান খান বিভিন্ন দেশ থেকে যে উপহারগুলি পেয়েছেন, তা বিক্রি করে দিয়েছেন, যা আইনবিরুদ্ধ। এরপরই তিন বছরের সাজা দেওয়া হয় ইমরান খানকে। পাঁচ বছর নির্বাচন থেকেও নির্বাসিত করা হয় পিটিআই প্রধানকে।

# রাশিয়ার অধিকৃত দোনেৎস্কে বিস্ফোরণে নিহত ৬, আহত আরও ৬

**মস্কো, ১৯ অগস্ট:** রাশিয়ার অধিকৃত দোনেৎস্কে পৃথক বিস্ফোরণের ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এতে আরও ছয়জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার এক টেলিগ্রাম পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন স্বঘোষিত দোনেৎস্ক পিপলস রিপাবলিক নেতা ডেনিস পুশিলিন। দোনেৎস্ক শহরে ঘটা সেই বিস্ফোরণে তিনজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। এছাড়া ভোরোশিলোভস্কি জেলার একটি নির্মাণস্থলে যন্ত্র বিস্ফোরিত হয়ে তিনজন নির্মাণ শ্রমিক নিহত এবং আরও পাঁচজন আহত হয়েছেন। নিহত তিন শ্রমিক দোনেৎস্কের কিয়েভস্কি জেলার একটি পাবলিক ইউটিলিটি কোম্পানিতে কাজ করতেন বলে জানিয়েছেন পুশিলিন। তিনি জানান, অবিস্ফোরিত একটি ক্লাস্টার সাবমিনিশনের বিস্ফোরণের ফলে এসব শ্রমিক নিহত হয়েছেন। পুশিলিন আরও বলেন, শুক্রবার শত্রুরা প্রজাতন্ত্রের অঞ্চলে ৩৪ বার গোলাবর্ষণ করেছে, ১১৫টি রকেট এবং ব্যারেল

আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করেছে। শত্রুদের দিনভর গোলাবর্ষণে দোনেৎস্ক, মাকিভকা, ভাসিলিভকা এবং নিকোলস্কে শহরে আরও চারজন আহত হয়েছেন।

## ভাইয়ের খুনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন

# বিহারে সাংবাদিক খুনে গ্রেপ্তার ৪

**পাটনা, ১৯ অগস্ট:** সাংবাদিক খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল চার জন। খোঁজ চলছে আরও দুই অভিযুক্তের। শুক্রবার বিহারের আরারিয়া জেলায় খুন হন এক সাংবাদিক। কয়েকজন দুষ্কৃতী ভোরবেলায় তাঁর বাড়িতে চড়াও হয় এবং সরাসরি তাঁর বুক লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই সাংবাদিকের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গতকালই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

বিমল যাদব নামক ওই সাংবাদিক একটি নামকরা সংবাদমাধ্যমে কাজ করতেন। শুক্রবার রানিগঞ্জে তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা করে দুষ্কৃতীরা। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে কড়া নাড়ে এবং নাম ধরে ডাকাডাকি করে। ওই সাংবাদিক দরজা খুলতেই দুষ্কৃতীরা তাঁর বুক লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়।

এ দিন সকালে পুলিশের তরফে জানানো হয়, সাংবাদিক খুনের ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুইজন খুনে জড়িত। আরও দুই অভিযুক্তের খোঁজ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ২০১৯ সালে বিমল যাদবের ভাইকেও খুন করেছিল অভিযুক্তরা। ওই ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী ছিল বিমল। তাঁকে বয়ান বদলের জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল বলেও জানিয়েছেন মৃত সাংবাদিকের বাবা।

## নবজাতককে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্রিটিশ নার্স, সাজা ঘোষণা সোমবার

**লন্ডন, ১৯ অগস্ট:** ইংল্যান্ডের একটি হাসপাতালের নবজাতক পরিচর্যা ইউনিটে দায়িত্ব পালনকালে সাত শিশুকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এক ব্রিটিশ নার্স। ওই ইউনিটের আরও ছয় শিশুকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগেও তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। পাঁচ ছেলে শিশু ও দুই মেয়ে শিশুকে হত্যা এবং আরও কয়েকজন নবজাতককে আক্রমণ করার অভিযোগে শুক্রবার সেই নার্সকে দোষী সাব্যস্ত করল উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ক্রাউন আদালত।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই নার্সের নাম লুসি লেটবি (৩৩)। লুসি উত্তর-পশ্চিম ইংল্যান্ডের কাউন্টেস অফ চেস্টার হাসপাতালের নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, পেশায় নার্স হওয়ার সুবাদে কখনও অসুস্থ নবজাতকদের বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলেছিল ওই নার্স। আবার কখনও অতিরিক্ত দুধ খাইয়ে এবং ইনসুলিন দিয়ে হত্যা করা করেছিল। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন লুসি লেটবি। নবজাতকদের হত্যার ঘটনা ঘটেছিল ২০১৫ সালের জুন মাস থেকে ২০১৬ সালের জুন মাসের মধ্যে।

উত্তর ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টের সিনিয়র প্রসিকিউটর প্যাসকেল জোনস এক বিবৃতিতে বলেছেন, লুসি লেটবিকে সবচেয়ে দুর্বল কিছু শিশুর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের শিশু বিভাগে একের পর এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও ঘুনাক্ষরেও সহকর্মীরা টের পায়নি লুসির কীর্তি। পরবর্তীতে শিশু মৃত্যুতে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। গ্রেপ্তারের পর তার বাড়ি থেকে একটি কাগজে লেখা চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। চিরকুটে লুসি লিখছিল, 'আমি শয়তান। আমি ওদের খুন করেছি। ওদের যত্ন নেওয়ার মতো ভালো মানুষ আমি নই।' এরপরই নবজাতকদের হত্যা করার বিষয়টি

প্রকাশ্যে আসে। জানা যায়, এক শিশুকে চার বার চেষ্টা হত্যা করেছে লুসি।

যদিও শিশু হত্যার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত মহিলা। আদালতে কৌঁসুলিরা লুসিকে একজন গণহত্যাকারী আখ্যা দিয়েছেন। শুক্রবার ম্যানচেস্টার ক্রাউন কোর্টে বিচারকদের চূড়ান্ত রায় শোনানো হয়। রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন না লুসি। এদিন বিচার শেষে নার্সকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। তবে তার সাজা কী হল তা ঘোষণা হবে সোমবার। আগামী সোমবার লুসিকে সাজা দেওয়া হবে। রায়ে তার দীর্ঘদিনের জেল এবং খুব সম্ভবত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।

# ‘এই বুমরাকেই তো আমরা দেখতে চাই’, কামব্যাকের পর বলছেন রবি বিষ্ণোই

**ডাবলিন:** ছন্দে ফিরতে কতটা সময় লাগতে পারে তাঁর? কতখানি ফিট তিনি? বিশ্বকাপের জন্য কি তৈরি? মূলত এই তিন প্রশ্নের খোঁজে ডাবলিনে চোখ রেখেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট ভক্তরা। দেশের মাঠে বিশ্বকাপ। যদি সাফল্যের মঞ্চে উঠতে হয়, যদি এক যুগ পর আবার বিশ্বকাপজয়ী হতে হয়, তা হলে কয়েকজন ক্রিকেটারকে কি ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে হবে। যে তালিকায় নিশ্চিত ভাবেই রয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। চোট তাঁর বরাবরের শত্রু। মূলত বোলিং অ্যাকশনের জন্যই বুমরা চোটপ্রবণ। অনেকেই এর আগে আশঙ্কা করেছেন, এমন বোলিং অ্যাকশন নিয়ে তিন ফর্ম্যাটে খেলার ধকল কি টানা নিতে পারবেন? তা যে পারেননি চোটে ১১ মাস মাঠের বাইরে থাকা প্রমাণ করে দিয়েছে। প্রত্যাবর্তন অনেক সময় চিন্তার চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে থাকে। ১১ মাস পর বুমরার ২২ গজে ফেরা কিন্তু দুশ্চিন্তা মুক্ত করছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে। আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে সতীর্থরা কেমন দেখলেন বুমরাকে?

মূলত দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে বুমরা আয়ার্ল্যান্ড গিয়েছেন। এর আগে ভারতীয় টিমের সহ-অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে দেখা

গিয়েছে। কিন্তু পুরোমাত্রায় নেতৃত্ব কেমন দেন বুমরা, সেটাও ছিল দেখার বিষয়। বোলার বুমরা এবং নেতা বুমরা দু'জনই মন ভরিয়ে দিয়েছেন। ৪ ওভার বল করে ২৪ রান দিয়েছেন টি-২০ ফর্ম্যাটে ইদানীং যা কৃপণ বোলিংই বলা যায়। খেয়েছেন তিনটে চার, ১টা ছয়। ১টা ওয়াইডও বেরিয়েছে তাঁর হাত থেকে। মোদ্দা কথা হল, বোলার বুমরা প্রত্যাবর্তন ম্যাচে হিট। প্রথম ওভার যখন বোলিং করতে আসেন হয়তো চাপা টেনশনে ভুগছিলেন। ফার্স্ট বলেই চার খান। তারপরই কিন্তু ছন্দে দেখা গিয়েছে তাঁকে। দ্বিতীয় বলে তুলে নেন উইকেট। ১১ মাস আগে বুমরা এমনই ধারাল ছিলেন। সব মিলিয়ে নিয়েছেন ২টি উইকেট।

বুমরারই মতো ২টি উইকেট নিয়েছেন লেগ স্পিনার রবি বিষ্ণোই। তিনি নিজের বোলিং নিয়ে যত না তৃপ্ত, বুমরাকে নিয়ে তার থেকে অনেক বেশি। তাঁর কথায়, ‘প্রায় ১১ মাস চোটের জন্য মাঠের বাইরে ছিল। প্রথম বলটাই পায়ের গোড়ায় করেছে। তারপর কিন্তু ওকে আর ধরে রাখা যায়নি। এই বুমরাকেই তো সবাই দেখতে চায়। প্রথম ৫ টা বলের পর দুরন্ত ছন্দে বোলিং করেছে বুমরা। ও কেমন বোলার সারা বিশ্ব জানে। ওর বোলিং দেখতে যে কারণে সবাই পছন্দ করে। ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, বুমরা মাঠে ফিরে চেনা ছন্দেই নিজেকে তুলে ধরেছে।’ ডি-এল মেথডে ভারত শেষ পর্যন্ত ২ রানে জিতেছে প্রথম টি-২০ ম্যাচ। আয়ার্ল্যান্ডের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ভারতীয় ব্যাটাররা চমৎকার ব্যাটিং করছিলেন। বৃষ্টিতে পুরো ম্যাচ না হওয়ায় কিছুটা হলেও হতাশ। বলছেন, ‘বৃষ্টিতে পুরো ম্যাচ না হওয়া কিছুটা হলেও দুর্ভাগ্যজনক একটা ব্যাপার। আমরা ম্যাচটা জেতার মতো জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিলাম। আয়ার্ল্যান্ডের কন্ডিশনে টস খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যদি আয়ার্ল্যান্ড টসটা জিতত, তা হলে ওরাও কিন্তু অ্যাডভান্টেজে থাকত।’

আর নিজেকে নিয়ে বলছেন, ‘প্রতিপক্ষ যে-ই হোক, যে পিচেই খেলি না কেন, সব সময় আগ্রাসী বোলিং করার চেষ্টা করি। যাতে অতিরিক্ত উইকেট তুলতে পারি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে আমি ছিলাম। টি-২০ সিরিজে মাত্র একটাই ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। বাকি ম্যাচ না খেললেও নিজেকে সব সময় তৈরি রেখেছি। টিম প্রয়োজনে যদি খেলায়, যেন নিজের সেরাটা দিতে পারি।’ আয়ার্ল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই টি-২০ সিরিজ আসলে ভারতীয় টিমের এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি। বুমরা না খেললেও, অনেকেই রয়েছেন এশিয়ান গেমসের টিমে। প্রথম ম্যাচ জেতায় ভারতীয় টিমের আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বাড়ল, সন্দেহ নেই। এই ডাবলিনেই রবিবার সন্ধেয় দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। বুমরা আবার একবার ঝলক দেখাবেন। আর নতুন মুখেরা নিজেদের তৈরি করে নেবেন এশিয়ান গেমসের জন্য।

# কমনওয়েলথ গেমস থেকে হঠাৎ সরে দাঁড়ানোয় বিপুল ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

**সিডনি:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর পর এই প্রথম হয়তো কমনওয়েলথ গেমসের কোনও একটি সংস্করণ দেখার সুযোগ পাবে না খেলার দুনিয়া। কমনওয়েলথ গেমস অনেক নতুন অ্যাথলিটের জন্ম দিয়েছে। যে সব দেশ অলিম্পিকের স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়, তারা কমনওয়েলথ গেমসকে প্রস্তুতি হিসেবে নেয়। কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলো যে কারণে এই গেমসের প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়। ঘটনাচক্রে ২০২৬ সালে ভিক্টোরিয়া কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হচ্ছে না। হাতে মাত্র আর তিনটে বছর। কোনও দেশের পক্ষে এই কম সময়ে বিপুল আয়োজন করা সম্ভব নয়। তবুও ভারতের মতো উৎসাহী দেশ ২০২৬ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ২০৩২ এর অলিম্পিককে লক্ষ্য করে আমেদাবাদের পরিকাঠামো ঢেলে সাজানো হচ্ছে। তাও তিন বছর পর আমেদাবাদ কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হতে পারবে কিনা, প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এরই মধ্যে আয়োজক অস্ট্রেলিয়াকে কার্যত ‘শাস্তি’ দিল কমনওয়েলথ ফেডারেশন।

আয়োজকের দায়িত্ব পাওয়ার পর যে প্রাথমিক খসড়া তৈরি করা হয়েছিল তাতে অস্ট্রেলিয়া সরকার দেখেছিল, আড়াই কোটি ডলারের মতো খরচ হবে। সেই মতো পরিকাঠামো উন্নয়নে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে ভিক্টোরিয়া প্রভিন্স। চারটে অ্যাথলেটিক্স হাবে গেমস আয়োজন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু কাজ যত এগিয়েছে, খরচের পারদ তত চড়েছে। ৭০০ কোটি ডলারেরও বেশি খরচের আশঙ্কা করে গেমস আয়োজন থেকে সরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। করোনা পরবর্তী দুনিয়া আর্থিক

মন্দার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সব দেশই চিকিৎসা ও শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার যুক্তি, কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করতে গিয়ে চিকিৎসা ও শিক্ষা খাতে হাত দিতে হবে। যা তারা কোনও ভাবেই চাইছে না। আর তাই সপ্তাহ খানেক আগে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া গেমস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

সিডব্লিউজির ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। অস্ট্রেলিয়া সরে দাঁড়ানোয় কমনওয়েলথ ফেডারেশন ভীষণ চাপে পড়ে যায়। সময় কম থাকায় নতুন কোনও দেশকে আয়োজনের দায়ভার এখনও দিতে পারেনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার উপর আর্থিক শাস্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হঠাৎ নাম তুলে নেওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে ২৪৩ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজনের বোঝার তুলনায় কিছুই নয় হয়তো, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এর ফলে মেগা ইভেন্টের আয়োজক হিসেবে ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে যাবে কিনা, সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদিও অস্ট্রেলিয়ার আয়োজক কমিটি কমনওয়েলথ ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকের পর এই আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মেনে নিয়েছে। এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও ছিল না। কমনওয়েলথ গেমসের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভিক্টোরিয়া সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রমাণ হল, মাল্টি-হাব রিজিওনাল মডেল অনেক বেশি খরচ সাপেক্ষ। তুলনায় পুরনো পরিকাঠামের খরচ অনেক কম। বিবৃতিতে যা-ই বলা হোক না কেন, কমনওয়েলথ ফেডারেশন যে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে এবং এই পরিস্থিতি থেকে আপাতত বেরনোর কোনও রাস্তা যে নেই তা ভালোই বুঝতে পারছেন কর্তারা। শুধু ২০২৬ নয়। ২০২৩ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজক কানাডাও সরে দাঁড়িয়েছে। যা এই গেমসের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

# এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে জয় শাহকে আমন্ত্রণ পাকিস্তানের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে বিসিসিআই সচিব জয় শাহকে আমন্ত্রণ জানাল পিসিবি। সূত্রের খবর, পাক বোর্ডের তরফে জয় শাহকে মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ আগেই জানানো হয়েছিল। এবার লিখিত আকারে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আগামী ৩০ আগস্ট মুলতানে পাকিস্তান বনাম নেপাল ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। পাক বোর্ডের দাবি, শুধু জয় শাহকে নয়। এশিয়ার বাকি সব বোর্ডের প্রধানদেরই এশিয়া কাপের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাক বোর্ডের প্রধান জাকা আশরফ আইসিসির বৈঠক চলাকালীনই জয় শাহকে মৌখিকভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এবার সরকারিভাবে আমন্ত্রমণপত্র পাঠানো হল। যদিও, জয় শাহ পাকিস্তানে গিয়ে ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তেমন আশা পিসিবির নেই। এশিয়া কাপ খেলতে ভারতীয় দলের পাকিস্তান যাওয়া নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। মূলত ভারতীয় বোর্ডের সচিব তথা

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জয় শাহর আপত্তিতেই পাকিস্তানে খেলতে যায়নি ভারতীয় দল। যার জেরে এশিয়া কাপের বেশিরভাগ অংশটাই সরে গিয়েছে শ্রীলঙ্কায়। তা সত্ত্বেও পিসিবি ‘মহানুভবতা’ দেখাতে চাইছে। বোঝাতে চাইছে, ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক যাই হোক, খেলাধুলোয় তার প্রভাব পড়ুক, সেটা পিসিবি চায় না।

যদিও বিসিসিআই সূত্রের খবর, পাক বোর্ডের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি জয় শাহ। এশিয়া কাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলেই খবর। তবে ফাইনালে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে যেতে পারেন তিনি।

# সুপার সিক্সের দৌড়ে থাকা এরিয়ানের বিরুদ্ধে জয় ইস্টবেঙ্গলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কলকাতা লিগ প্রিমিয়ার ডিভিশনে এ বারের টুর্নামেন্টে গ্রুপে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল ইস্টবেঙ্গল। এ দিন এরিয়ান ক্লাবকে ২-০ ব্যবধানে হারাল লাল-হলুদ। সুপার সিক্সের দৌড়ে রয়েছে এরিয়ান ক্লাব। নৈহাটি স্টেডিয়ামে তাদের বিরুদ্ধে জিতলেও ইস্টবেঙ্গলকে চিন্তায় রাখল রক্ষণ ভাগ। গ্রুপ পর্বে অপরাজিত তকমা ধরে রাখল ইস্টবেঙ্গল। এ বারের লিগে এখনও অবধি ১০টি ম্যাচ খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। এর মধ্যে ৭টি জয়। বাকি তিন ম্যাচ ড্র। এ দিন এরিয়ানের বিরুদ্ধে জিতে সুপার সিক্সে নিশ্চিত ইস্টবেঙ্গল। তেমনই রাস্তা কঠিন হল এরিয়ানের।

ইস্টবেঙ্গলের গোলে এ দিন খেলেন আদিত্য পাত্র। এ বারের লিগে অন্যতম সেরা গোলরক্ষক আদিত্য। হাতে গোনা কয়েক ম্যাচই মিস করেছেন। এরিয়ানের বিরুদ্ধে আদিত্য পাত্র না থাকলে ইস্টবেঙ্গল হাসি মুখে মাঠ ছাড়তে পারত কিনা সন্দেহ রয়েছে। এরিয়ান এফসি ধারাবাহিক ভালো খেলছিল। তাদের বিরুদ্ধে গোলের মুখ খুলতে ঘাম ঝরাতে হল ইস্টবেঙ্গল আক্রমণ

ভাগকে। অবশেষে গোলের মুখ খুলল প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে। অনবদ্য গোলে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দেন জেসিন টিকে। তিন মিনিটের ব্যবধানে স্কোরলাইন ২-০ করেন সিকে অমন। প্রথমার্ধেই ২-০ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল।

দ্বিতীয়ার্ধে অনেক বেশি সঙ্ঘবদ্ধ ফুটবল খেলে এরিয়ান ক্লাব। তাদের গোল না পাওয়াটাই বরং অপ্রত্যাশিত। এর জন্য ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্ব প্রাপ্য গোলরক্ষক আদিত্য পাত্রর। রক্ষণ ভাগ বেশ কয়েক বার অস্বস্তিতে ফেললেও ভরসা দেন আদিত্য। ম্যাচের সেরার পুরস্কার অবশ্য জিতে নিয়েছেন লাল-হলুদকে এগিয়ে দেওয়া জেসিন টিকে। তাঁর গোলটি অনবদ্য।

# ভারতীয় বোর্ডের টাকায় পাক ক্রিকেটারদের সংসার চলে! বিস্ফোরক শোয়েব

**করাচি:** আসলে সত্যি কথা বলার দম খুব কম লোক রাখতে পারেন। বিশেষ করে যেখানে টাকা জড়িত সেখানে কে বিতর্ক বাড়াতে চায়? কিন্তু সেই দলে পড়েন না শোয়েব আখতার। পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা পেসার মনে করেন আধুনিক ক্রিকেটে ভারত যেভাবে পয়সা তৈরি করেছে তাতে সবাইকে নতুন রাস্তা দেখিয়েছে বিসিসিআই। ক্রিকেট নিয়ে কিভাবে ব্যবসা করা যায় এটা পৃথিবীতে ভারতের থেকে ভাল কেউ জানে না।

তার জন্য বিসিসিআইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন পাকিস্তানি তারকা। শোয়েব পরিষ্কার বলেছেন তিনি চান ভারত একদিনের বিশ্বকাপ থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করুক। তাতে আইসিসির পাশাপাশি কিছুটা হলেও লাভ পাবে পাকিস্তান। আইসিসির উপার্জনের ৭০ শতাংশ টাকা আসে ভারত থেকে। কিছুটা ভাগ যায় পাকিস্তানেও। সেই টাকা থেকেই নিজেদের ঘরোয়া ক্রিকেটারদের এবং প্রাক্তন ক্রিকেটারদের মাইনে দেয় পিসিবি।

পাকিস্তান সুপার লিগ হওয়ার পর তবুও কিছুটা টাকা নিজেরা রোজগার করতে পারে পিসিবি। বাবর, রিজওয়ান, শাহীনদের চুক্তির টাকা বাড়ানোর পেছনেও ভারতের অবদান আছে।

তিনি নিজেও দীর্ঘদিন ভারতের বিভিন্ন চ্যানেলে কাজ করে মিডিয়া হ্যান্ডেল করা শিখেছেন। এর জন্য তিনি ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। শোয়েব মনে করেন একজন ক্রিকেটারকে কিভাবে একটা ব্র্যান্ডে পরিণত করতে হয় এটা পৃথিবীকে শিখিয়েছে ভারত। এরকম নয় ভারতের থেকে কম প্রতিভাবান ক্রিকেটার পাকিস্তানিরা। কিন্তু যে সমর্থন বিরাট কোহলি থেকে শুরু করে রোহিত শর্মা এবং বাকিরা পেয়ে থাকেন সেটা পাকিস্তানে একজন উঠতি ক্রিকেটার পান না। তাছাড়া আইপিএল সারা বিশ্বেই ক্রিকেটের নতুন চোখ খুলে দিয়েছে। দুই দেশের যা সম্পর্ক তাতে শোয়েবের এই মন্তব্য আগুনে ঘি ঢালতে পারে। তাঁর এই বক্তব্যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারাও চমকে যেতে পারেন। কারণ পিসিবিকে কটাক্ষ করেই একথা বলেছেন শোয়েব। তবে তিনি সেটা পরোয়া করেন না। শোয়েব জানিয়েছেন তিনি যেটা সত্যি সেটাই বলেন।

# স্বর্ণপদক জিতলেন মেট্রোর দুই কর্মী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** স্বর্ণপদক জিতলেন মেট্রো রেলওয়ের দুই মহিলা টেবিল-টেনিস খেলোয়াড়। বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ৫০ তম অল ইন্ডিয়া ইন্টার-ইনস্টিটিউশনাল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে মৌমিতা দত্ত এবং পয়মন্তী বৈশ্য সহ ৫ সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় রেলের দল। তার মধ্যে দুই মেট্রো কর্মী স্বর্ণপদক জিতেছেন। ১৬ থেকে ২২ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত খেলায় ১৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। দলগত ইভেন্টের ফাইনালে, ভারতীয় রেলওয়ে ৩-০ ব্যবধানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াকে পরাজিত করে। টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য দুই খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি।

# আইপিএল থেকে বিসিসিআই প্রায় ৩০ কোটি ডলার আয় করেছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** করোনার প্রাদুর্ভাবে ২০২০ সালে পুরো ও ২০২১ সালে আইপিএলের শেষাংশ হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। মহামারির ধাক্কা সামলে ২০২২ সালে ভারতে ফেরে আইপিএল। ২০১১ সালের পর সেবারই প্রথম ১০ দলের টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়।

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ ঘরে ফেরার পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কপাল আরও খুলে গেছে। ওই বছর আইপিএল থেকে বিসিসিআই প্রায় ৩০ কোটি ডলার আয় করেছে। বোর্ডের সদ্য প্রকাশিত আর্থিক নথি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ২০০৮ সালে আইপিএল শুরু হওয়ার সময় থেকেই টিভি স্বত্ব ও পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কোটি কোটি টাকা পকেটে পুরছে ভারতীয় বোর্ড। বিসিসিআই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের অন্যতম ধনী সংস্থা হতে পেরেছে আইপিএলের সুবাদেই। বিশ্ব টি-টোয়েন্টির সবচেয়ে বড় বাজার আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোরই দখলে।

পরশু বিসিসিআইয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত গত পাঁচ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ২০২২ সালের এপ্রিল

পর্যন্ত বোর্ডে উদ্বৃত্ত আয় হিসেবে জমা করেছে ২৭০ কোটি ডলার। ওই বছর থেকে আবার আইপিএলে দুটি দলের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ করা হয়। সেবার টুর্নামেন্ট থেকে বোর্ডের রাজস্বে যুক্ত হয়েছে ৭৭ কোটি ১০ লাখ ডলার। টুর্নামেন্ট আয়োজনে খরচ হয়েছে ৪৭ কোটি ৯০ লাখ। ওই বছরেরই অক্টোবরে সৌরভ বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব ছাড়লে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রজার বিনি।

বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, ২০১৭ সালের পর এবারই প্রথম আর্থিক বিষয়াদি প্রকাশ্যে আনল বিসিসিআই। বোর্ডের দুর্নীতিবিরোধী, বিষয়ক উপদেষ্টা নিরাজ কুমার এ বছর ‘অ্যা কুপ ইন ক্রিকেট’ নামে একটি বই প্রকাশ করেছেন। সেখানে বিসিসিআইয়ের ভেতরকার অনেক কিছু উঠে এসেছে। গত জুনে অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে তাঁর লেখা বই নিয়ে সাক্ষাৎকার দেন নিরাজ কুমার। সাক্ষাৎকারে তিনি বিসিসিআইয়ের আর্থিক গোপনীয়তার সমালোচনা করে বলেন, ‘আমাদের বোর্ড অনেক ধনী। আমরা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাগুলোকে বিপুল অর্থ দিয়ে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এসবের কখনো হিসাব করা হয় না।’

# এশিয়া কাপের আগে অভিনব ট্রেনিং, আগুনের উপর হাঁটলেন সাকিব আল হাসানের সতীর্থ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বাংলাদেশ জাতীয় দলের ওপেনার মহম্মদ নইম শেখ আগুনের উপর দিয়ে হাঁটছেন। ভয়ডরহীন হয়ে এই তারকা হেঁটে চলেছেন আগুনের উপর দিয়ে, সেই ভিডিও এবং ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার নইম শেখের এই ভিডিও পোস্ট করেছেন। জানা গিয়েছে নইম শেখের মানসিক শক্তি বাড়ানোর জন্যই এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন তাঁর ট্রেনার।

এগিয়ে আসছে এশিয়া কাপ। এশিয়া কাপের জন্য ১৭ জনের দল ঘোষণা করেছেন বাংলাদেশের নির্বাচকরা। বাংলাদেশ জাতীয় দলে নতুন মুখ হিসেবে ডাকা হয়েছে ২২

বছর বয়সি ওপেনার তানজিদ হাসানকে। তরুণ মুখ হিসেবে তানজিদ হাসান ডাক পেলেও অভিজ্ঞ মুখ মাহমুদুল্লাহর জায়গা হয়নি দলে। বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত একটি টেস্ট ম্যাচ, ৪টি ওয়ানডে এবং ৩৫টি টি-টেয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ৩১ আগস্ট পাল্লেকেলেতে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। বাংলাদেশের নেতৃত্বে শাকিব আল হাসান। এশিয়া কাপ শুরু হবে ৩০ আগস্ট। চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**